জয় গোস্বামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দারিদ্রপীড়িত একটি সংসার। পিতৃহারা চারটি কন্যাসন্তান। দুজন কলেজে যায়। দুজনে এখনও স্কুলে। ঘরে অসুস্থ মা। বড়ো দুইবোনের সামান্য টিউশনি সম্বল। কোথা থেকে আসবে এতবড়ো সংসারের প্রয়োজনীয় অর্থ? তারই উপায় সন্ধানের পথ এই কাহিনী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টা কা

জয় গোস্বামী

প্রতিভাস

প্র তি ভা স ❑ ক ল কা তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুজিত সরকার
বন্ধুবরেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রেন এবার প্ল্যাটফর্মে ঢুকবে। সিট থেকে উঠে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে পুলক। প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগে একটা ছোট্ট লেভেল ক্রসিং পড়ে। ট্রেনটা সেই লেভেল ক্রসিং পেরোল। এবার প্ল্যাটফর্ম। তার আগে গাছপালার মাঝখানে একটা পুকুর। পুকুরটা দেখেই ভিতরটা টগবগ করে উঠল পুলকের। পুলক কি এই পুকুরে চান করবে? না। পুকুর আসা মানেই প্ল্যাটফর্ম এসে যাওয়া। মানে গন্তব্য এসে যাওয়া। পুলক ট্রেনের দরজার হাতলটা শক্ত করে ধরে দাঁড়াল। তার মাথাভরা চুল হাওয়ার দমকে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। পুলকের সামনে দুটো লোক। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে একটু এগোতেই লোক দুটো পরপর নেমে পড়ল চলন্ত ট্রেন থেকে। পুলক তা নামবে না। পুলক জানে, ট্রেনের কামরাটা কোন জায়গায় দাঁড়াবে। স্টেশনের মাঝামাঝি। পুলক হিসেব করেই কামরা বেছেছে। হিসেব করেই পুলক এই সময়টাও বেছে নিয়েছে। এখন সব ঠিকঠাক চললে হয়।

ট্রেনের গতি যখন খুব আস্তে হয়ে এসেছে, পুলক এক পা বাড়িয়ে, আলগা করে হ্যান্ডেলটা ছেড়ে দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ল।

সামনেই গেট। বেরোবার সময় গেটে দাঁড়ানো টিকিট চেকার তার দিকে তাকাল না, কিন্তু পুলক নিজেই বুক পকেট থেকে টিকিট বার করে লোকটর হাতে গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে এল। স্টেশনের বাইরে কয়েকটা রিকশা দাঁড়ানো। তারা ডাকাডাকি করছে, যেমন করে। পুলক হাঁটতে লাগল রিকশার দিকে না তাকিয়ে। স্টেশনের বাইরেটায় সার সার দোকান। ম্যাটাডোর দাঁড়িয়ে মাল খালাস করছে। জায়গাটায় জটলা তৈরি করেছে স্টেশন থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে বেরোনো তিনটি রিকশা, উলটোদিক থেকে আসা একটা বাইক আর দুটো সাইকেলের সঙ্গে আছে মাল ভরতি একটা ভ্যান রিকশাও। কেউই এগোতে পারছে না। ম্যাটাডোরকে গালাগাল করছে। ম্যাটাডোরের ড্রাইভার নেই। মাল নামাচ্ছে খালাসিরা। তাই ম্যাটাডোর রাস্তায় এগোতে-পেছোতে পারছে না। পুলকের অবশ্য অসুবিধা হল না। কারণ, সে তো এঁকে বেঁকে হেঁটে সাইকেল, বাইক, রিকশা ম্যাটাডোরের মাঝখান দিয়ে গলে বেরিয়ে এল জটলা থেকে। পুলকের আবার মনটা তাজা লাগল। এইজন্যই সে রিকশা নেয়নি। কুড়ি-পঁচিশ পা সামনে হেঁটেই বাঁদিকে একটা টার্ন। রাস্তায় প্রধান মুখটা সামনে চলে গিয়েছে। ওদিক দিয়েও যাওয়া যায়। কিন্তু পুলক বাঁদিকের বাঁকটাই নিল। বাঁদিকটা নিল কেন? পুলকই সেটা জানে। রাস্তার সোজা মুখটা দিয়ে গেলে সামনেই আরও একটা রাস্তা আছে। গলি রাস্তা। সেটা দিয়ে তাড়াতাড়ি হয়। তবু পুলক এই ঘুরপথটাই বেছে নেয়। বাঁদিকে ঘোরার পর পুলকের হাঁটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গতি বেড়ে গিয়েছে। একটা ওষুধের দোকান, দুটো সাইকেল সারানোর দোকান পার হয়ে একটা গোডাউন পড়ল। গোডাউনের গা দিয়ে একটা গলি চলে গিয়েছে। এটা দিয়ে গেলেও হয়, সত্যি বলতে, এই গলিটা দিয়ে তাড়াতাড়িই হবে। কিন্তু পুলক সোজা চলল, কেন, সেটা পুলকই জানে। কয়েক পা যেতেই সামনে পড়ল শেষ দুপুরের ভাঙা বাজার। বিরাট একটা ষাঁড় ঘুরছে। পরিত্যক্ত আনাজ তরকারি পড়ে আছে একটা গন্ধ এসে নাকে লাগে। মাছ, পচা সবজি আরও অনেক কিছুর মেশানো গন্ধ। যেটাকে মোটেই সুগন্ধ বলা যায় না। কিন্তু এই বিশেষ ঘ্রাণ পুলকের কাছে পৌঁছোতেই পুলক খুশি হয়ে উঠল। পুলকের হাঁটার গতি আবারও বাড়ল। পিছনে একটা রিকশা কেবলই হর্ন দিয়ে চলেছে। পুলক খেয়াল করেনি সে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছিল। এইবার বাঁদিক ঘেঁষে এল। পুলকের চোখে পড়ল একটা বিরাট জলের ট্যাংক। জলের ট্যাংকের দিকে মুখ তুলে তাকাল পুলক। রোজই এই জায়গাটায় এসে একবার তাকায়, আজ দেখল, একটা চিল বসে আছে ট্যাংকের মাথায়। ট্যাঙ্কের নীচের জায়গাটায় একটা মাঠ। যেখানে এই অবেলাতেও কয়েকটি বালক রবারের বল নিয়ে খেলছে। জলের ট্যাংকের পিছনের দিকটায় ঝাড়ুদারদের বস্তি। এখান থেকে চোখে পড়ে শুয়োর চরে বেড়াচ্ছে। জলের ট্যাংক সংলগ্ন মাঠ পেরিয়ে এল পুলক। আজ সবকিছুই ভালো চলছে। যা যা পুলক দেখতে চায় যাওয়ার পথে তার অনেকগুলোই দেখতে পেয়েছে। পুলক এবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে একটু চওড়া রাস্তায় এসে উঠল। একটা পুরোনো বাড়ি। বাড়িটা এতই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়ো যে আগের রাস্তায় তার বাইরের বারান্দার একটা দিক, পরের রাস্তাটায় বারান্দার অন্যদিকটা পৌঁছেছে। ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে বারান্দাটা। তবে বাড়িটা কাদের তা জানে না পুলক। বাইরের বারন্দার মাঝে মাঝে একটা সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো বসে থাকে। আজও বসে আছে। যেখানে বসে আছে, তার পিছনেই একটা বন্ধ দরজা। ওই জায়গাটায় রাস্তার ওপর টাঙানো একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা তারা মা টেলার্স। সাইবোর্ডটা এত পুরোনো যে তারা মা টেলার্স-এর 'র' অক্ষরটা উঠে গেছে পুরো। 'মা টা ঝাপসা। বুড়ো লোকটাকে দেখে নিয়ে হাঁটতে লাগল পুলক। ডানদিকের রাস্তাটা সোজা চলে গিয়েছে একটা মেয়ে-স্কুলের সামনে দিয়ে। এই মেয়ে-স্কুল এখানে খুব নামকরা। মেয়ে-স্কুলের গা দিয়ে সরু গলি ঢুকে গিয়েছে। সেই গলিতে ঢুকতে ঢুকতে পুলক একবার বাঁদিকে তাকাল। গলির মুখ থেকে মন্দির দেখা যায়। শিব মন্দির। পুলক ডানহাতটা মুঠো করে বুক পকেটের কাছে তুলল আর নামিয়ে নিল। তারপর ঢুকে পড়ল গলির ভিতর। একটা সাইকেল আসছিল উলটোদিক থেকে। ক্রিং বাজাচ্ছে অনেকক্ষণ। এবার পুলকের সামনে এসে আরেঃ বলে সাইকেলের সামনের চাকাটা বেঁকিয়ে আরোহী ধাক্কা বাঁচাল। আর গলির ধারের পাঁচিলে একটা হাত নামিয়ে নিজের পতন আটকাল। পুলক আসলে বেল বাজানো না শুনে হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছিল মুখ নীচু করে। দেখেওনি, শোনেওনি। সাইকেলের আরোহী বিরক্ত গলায় বলল, এত তাড়া কীসের? পুলকের সংবিৎ ফিরেছে তখন। বলল, সরি, ভাই। সরি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইকেল এগিয়ে গেল।

এবার বাঁদিকে ঘুরল পুলক। পুলকের ডানদিকে একটা বড়ো মাঠ। মাঠের এধারে পায়ে চলা পথ। পিচঢালা তো নয়ই। ইট বসানোও নয়। একদম মাটির রাস্তা। রাস্তার দু-ধারে অনেক ঝোপ-জঙ্গল। তার বুনো গন্ধ আসে। পুলক দশ-বারো পা এগিয়েই বাঁদিকে ঘুরল। পায়ে চলা পথটির মাঝখানে কিছু ব্যবধান রেখে রেখে একটা করে থান ইট পাতা। অর্থাৎ বর্ষা হলে এখানে জল জমে। পুলক তার গতিবেগের জন্য একটা ইটে হোঁচট খেল। বেশি লাগেনি। কাবলি জুতোর সামনেটায় ঠোক্কর লেগেছে। পায়ের আঙুলে চোট পৌঁছোয়নি। পুলক এবার দেখে দেখে এক-একটা ইটের ওপর পা ফেলতে লাগল। পাঁচ-সাত পায়ে পৌঁছে গেল একটা গেটের সামনে। যে-গেটের গরাদের ভিতর দিয়ে ভিতরে অনেকটা দেখা যায়। সামনের জমিটায় অযত্নবর্ধিত গাছপালা। জংলা ঝোপ মতো হয়ে আছে এখানে সেখানে। মানুষের কাঁধসমান উঁচু গেট। ছিটকিনি হাত দিয়ে তুলে আস্তে ঠেলা দিল পুলক। শব্দ হল না। ঢুকে পড়ে গেট লাগিয়ে দিল আবার। সামনের জমিতে এদিক ওদিক কয়েকটা টব কাত হয়ে বা সোজা দাঁড়িয়ে আছে। একসময় এই জমিটায় বাগান করা হত তার চিহ্ন। পুলক সে বাগান দেখেছে এক সময়।

বাগানের সামনেই বড়ো একটা ইঁদারা। ইঁদারা পার হয়ে পুলক দেখতে পেল তার পরিচিত ভাঙা ভাঙা বাড়িটা। পুলকের হৃৎপিণ্ড জোরে লাফাচ্ছে এখন। একটা বারান্দা। বেশ বড়ো। সেই বারান্দার একদিকে দুটো ঘর। বারান্দাটা ইংরেজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এল' আকারে বেঁকে এসেছে এদিকটায়। সেখানে একটা ঘর। পুলক জানে, বারান্দাটা ওদিকটাতেও বেঁকে চলে গিয়েছে। অর্থাৎ বাড়ির ভিতরের দিকটায়। বাইরের দিকে বেঁকে আসা বারান্দার ওপর যে একটা মাত্র ঘর, পুলক সেদিকে তাকাল। যেদিকে দুটো ঘর সেদিকেও দুটো ধাপ সিঁড়ি জমি থেকে উঠে বারান্দায় পৌঁছেছে। যেদিকে একটা ঘর সেদিকেও ওইরকম দু-ধাপ সিঁড়ি। তিনটি ঘরের দরজাই বন্ধ। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। পুলক যেদিকে একটা ঘর, সেদিকের দুধাপ সিঁড়ি পার হয়ে ঘরটির সামনে দাঁড়াল। দরজায় কোনো কড়া নেই। দরজার মাথার দিকে শেকল ঝুলছে, ছোটো শেকল। বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজা বন্ধ করার দরকার হলে শেকল তুলে দেওয়া হয়।

পুলক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শেকলটার দিকে একবার তাকাল। তারপর ছোটো একটা ঘুসি পাকিয়ে দরজায় দু-বার খট খট করল, আস্তে। ভিতর থেকে কোনো আওয়াজ এল না। আরও একবার শব্দ করল, একটু জোরে। এবারও কোনো আওয়াজ নেই। শেকলটার দিকে আবার তাকাল। শেকল দিয়ে দরজার গায়ে মারলে আওয়াজটা জোর হবে। কিন্তু অন্য ঘরেও তো পৌঁছোতে পারে আওয়াজটা। কী করবে পুলক? অকারণে এদিকে ওদিক তাকাল। দুপুরটা এখনও নির্জন। আশপাশে বাড়ি বিশেষ নেই। উঁচু উঁচু গাছ। দূরে জঙ্গলঘেরা একটা পোড়ো বাড়ি। লোকে বলে, ভুতোর বাগান। এমনিতেই নিঝুম জায়গাটা। যে শোনে শুনুক। শেকলটা হাত দিয়ে ধরল পুলক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

দরজার শেকলের আওয়াজটা হতেই খাটের ওপর ধড়মড় করে উঠে বসল বাণী। বাণীর মাথাটা ঘোর হয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাণী ঘষে ঘষে নামল খাট থেকে। বলল, কে-এ? বাইরে থেকে আওয়াজ এল, আমি পুলকদা। বাণী একটা ম্যাক্সি পরে আছে। আলনা থেকে একটা গামছা নিয়ে বুকের ওপর ফেলে দিল। বলল, খুলছি-হুঁ। বলতে বলতে আলনার নীচের দিক থেকে একটা সায়া নিয়ে ম্যাক্সির ভেতর গলাতে শুরু করল। ভাবল, বাগানের গেট খোলার আওয়াজটা পেলাম না কেন? এত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! পুলক যে আওয়াজ না করে বাগানের গেট খুলেছে সন্তর্পণে, বাণী কী করে জানবে। দরজার দিকে এগিয়ে খিল-এ ধাক্কা দিল বাণী। একটু শব্দ হল। খিলটা আঁট হয়ে গেছে। খিল নামিয়ে দরজার পাল্লা টেনে ধরল।

পুলকের জুতো খোলা শেষ হয়েছে। ঘরে ঢুকল পুলক। উফ যা গরম। দরজার খিলটা আঁট হয়ে গেছে, না! আওয়াজ শুনলাম! বসো না। দাঁড়িয়ে আছ কেন? ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম বুঝি? পুলক বলল।

বাণী একটা হাসির ভঙ্গি করল। ওই আর কী। চোখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাতা লেগে গেছিল একটু।

পুলক বলল, বাকি সবাই কোথায়। ঝিন্টি, শিন্টি কী করছে।

বাণীর মুখটা শক্ত দেখাল। বলল, ওরা পড়তে গেছে। বলে গায়ের গামছা অকারণে ঠিক করল বাণী।

আর সিতু?

টিউশনিতে।

এই প্রশ্নটা আসবে এটা জানত বাণী। যেমন পরের প্রশ্নটাও জানে। প্রশ্নটা এল। আর তোমার মা?

ঘুমোচ্ছে। বাণীর মুখ আরও শক্ত দেখাল।

পুলক তার এলোমেলো চুলে আঙুল চালাল। হ্যাঁ, ঘুমোবেনই তো। ওঁকে তো দুপুরের দিকেও একটা ঘুমের ওষুধ খেতে হয়। তাই না?

বাণী বলল, হয়।

পুলক বলে চলে, তা ছাড়া রান্নাটা তো উনিই করেন। ওই তো স্বাস্থ্য। একটু ঘুমোনো দরকার।

বাণীর মা খুব রোগা। অসুস্থ। কিন্তু রান্নাটা মায়ের হাতে বাঁধা। বড়ো মেয়ে, মেজো মেয়ে কোনো কারণে বাড়ি থাকলেও জানে, রান্নাঘর তাদের হাতে ছাড়বে না মা। কোনো কোনো দিন বাণী বা সিতু জোর করে রান্নাঘরের দখল নিতে চায়। মায়ের কষ্ট লাঘব হওয়ার বদলে, ওরা দেখেছে কষ্ট বেড়ে যায়। একটা পদ রাঁধল কী রাঁধল না, মা এমন চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেবে। মায়ের ঘাম হবে। প্রেসার বেড়ে যাবে। মা হাঁপাবে। বাণী-সিতু দুজনেই ভেবে দেখেছে, এর চেয়ে মায়ের রান্নাঘরে থাকাই ভালো। পরিশ্রম হবে। কিন্তু রাগ হলে মায়ের যে কষ্ট,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাস্থ্যের ক্ষতি—সেটা তো হবে না। মাকে ঘুমের ওষুধ খেতেই হয় রাতে। দুটো। উঠতে দেরি হয়। দু-বোনে জলখাবার বানিয়ে নেয়। চা খেলে চা। ঝিন্টি-শিন্টি, চা খায় না। সিতু খায়। বাণী এক-একদিন ইচ্ছে করল তো খেল। চায়ের পাট বাড়ি থেকে তুলেই দিত বাণী আর সিতু, কিন্তু মায়ের তো রোজই চা লাগে। বারবার। মা দেরিতে উঠে রান্নাঘরে ঢুকে ঝিন্টি শিন্টির স্কুলের ভাত করে দেয়। বাণী কী সিতুর বেরোনো থাকলে, ওরা ভাত আর ডিম সেদ্ধ করে নিল নিজেরাই। তারপর মা বসে বসে রান্না করবে। ঝিন্টি-শিন্টি ওখানে যায়। বিকেলে ছুটির পর এসেও ওরা ভাতই খায়। মা যতটা পারে টুকটাক রান্না করে। আলুর খোসা, পটলের খোসা, বাড়িতে কুমড়োগাছ আছে, লাউগাছ মাচায় তুলে দেওয়া হয়েছে। পাঁচিলে বেড়েছে কুমড়ো লতা। তার থেকে পেড়ে এনে কুমড়ো ফুল ভাজা। কুমড়োর পাতা দিয়ে চচ্চড়ি। হরেক কিছু করবে মা। চার মেয়ের কেউ যখন বাড়ি নেই, তখন টুল বয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে পাঁচিলের ধারে রাখবে। টুলে উঠবে। টুল ধরে দাঁড়ানোর কিন্তু লোক নেই। যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে মা, তাহলে কেলেঙ্কারি হবে। কিন্তু মাকে দিয়ে এসব নিষেধ মান্য করানো যায় না। মা টুলে উঠে কুমড়ো ফুল পাড়বে। কাঁচি এনে কুমড়ো পাতা কেটে নিয়ে যাবে। রান্না সারতে সারতে মায়ের একটা-দেড়টা। তখনই ঝিন্টি-শিন্টি এসে পড়বে ইস্কুল থেকে। মেয়ে-স্কুলে কখন কখন ঘণ্টা পড়ছে এ বাড়ি থেকে শোনা যায়। টিফিনের ঘণ্টা পড়লেই মা ঝিন্টি-শিন্টির জন্য আসন পেতে, আসনের সামনে থালা রেখে, গেলাসে জল গড়িয়ে রেখে বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে। ওরা আসবে আর খেতে বসবে। একটুও সময় যেন নষ্ট না হয়। যত্ন করে যেন খেতে পারে, ধীরে-আস্তে খাক। তারপর স্কুল তো আছেই। ঝিন্টি-শিন্টির কোনো মুশকিলই হয় না খেয়ে ইস্কুলে ঢুকতে। বাণী আর সিতুরও হত না। বাণী-সিতুও তো ওই ইস্কুলেই পড়েছে। ক্লাস বসার তিন-চার মিনিট আগেই ওরা ঢুকে যেতে পারত। ঝিন্টি শিন্টিও একই কথা বলে। যেহেতু স্কুলে বেরোনোর সময়টা যত্ন করে রেঁধে দিতে পারেন না মা—তাই টিফিনে আর বাড়ি ফিরে মেয়েদের খাওয়াটা যেন ভালো হয় তাই দেখে মা। চিরকালই তাই দেখেছে। বাণী-সিতু যখন স্কুলে পড়ত তখন বাবা ছিল। বাবা ডিম সেদ্ধ আলু সেদ্ধ, ভাত করে দিতে পারত। মায়ের তো অসুখ বাবা থাকতেই। ওষুধ খেতে হয়। তার মধ্যে ঘুমের ওষুধও আছে। প্রথম প্রথম শুধু রাতে শুতে যাওয়ার আগে খেতে হত। এখন দুপুরের দিকেও একটা খেতে হয়। ঘুমের ওষুধ নয় ঠিক। যাকে বলে ট্র্যাঙ্কুলাইজার। দুপুরে অবশ্যই বিশ্রাম নিতে হবে, ডাক্তারের নির্দেশ। মেয়েদের টিফিনের ভাত দেওয়ার পর মা গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ রবিবার। ঝিন্টি-শিন্টি পড়তে গিয়েছে। এখন মায়ের ঘুমোবারই সময়।

পুলক জিজ্ঞেস করল, আজ তো রবিবার। বাজার করল কে? তুমি না সিতু।

বাণী বলে, আমিই গিয়েছিলাম।

পুলক বলে, কুলিয়ে গিয়েছিল তো?

বাণী বলে, গিয়েছিল।

পুলক বলে, মাছ টাছ পেয়েছিলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাণী একইরকম ভাবে বলে, পেয়েছিলাম।

পুলক পাশের পড়ার টেবিল থেকে-একটা বই টেনে নিয়ে ওলটাতে থাকে। ভারত প্রেমকথা। পাতা উলটে যায়। বলে, খুব ভালো বই এটা। পড়েছ?

বাণী একই রকম নির্বিকার মুখে বলে, না।

পুলক যারপরনাই বিস্মিত। সেকি পড়নি? তাহলে তোমার টেবিলে দেখছি যে?

সিতু রেখেছে। ওটা সিতু এনেছে। লাইব্রেরি থেকে।

বাণী পড়েছে। পড়েছে বলেই ওর টেবিলে রাখা। বাণীই এনেছে লাইব্রেরি থেকে। কিন্তু সেকথা বলে কী হবে?

পুলক এখনও বইটার পাতা ওলটাচ্ছে। এক দৃষ্টিতে সেই পাতা ওলটানোর দিকে তাকিয়ে আছে বাণী। পুলক বলে, হ্যাঁ পাবলিক লাইব্রেরির বই। তোমাদের লাইব্রেরির পিছন দিকের রাস্তাটা দিয়েই তো আসি আমি। জলের ট্যাংকের সামনের রাস্তাটা দিয়ে।

বাণী জানে, জলের ট্যাংকটা ঠিক পাবলিক লাইব্রেরির পিছনে নয়। কিন্তু কিছু বলল না। পুলক বলল, ট্রেনটা একটু লেট করল। রবিবার তো ট্রেন একটু দেরি করে আসে।

বাণী ভাবল, ট্রেনের খবর তো কেউ জিজ্ঞেস করেনি।

পুলক বইটার পাতা উলটে যাচ্ছে।

বাণী মাঝে মাঝে স্যাঁতাপড়া দেওয়ালের দিকে তাকাচ্ছে। কতদিন চুনকাম করা হয়নি, কবে হবে তার ঠিক নেই। দেওয়াল থেকে দৃষ্টি নামিয়ে চোখ ফেলছে পুলকের পাতা উলটে যাওয়ার দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলক বলল, কালকের বাজার হয়ে যাবে তো?

বাণী বলল, কাল আর বাজারে যাব না। পরশু যাব।

আচ্ছা আচ্ছা! পুলক যেন আশ্বস্ত হয়। পরশু বাজারে হয়ে যাবে তো? মায়ের ওষুধ?

বাণী বলল, পরশু দিনটা হবে। বাজার।

পুলক বলল, ওষুধ।

বাণীর একরকম উত্তর, জানি না।

পুলক পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলল, সুবোধ ঘোষ খুব ভালো ছোটো গল্প লেখেন। জানো তো। দারুণ দারুণ গল্প আছে সুবোধ ঘোষের জানো।

বাণীর একরকম উত্তর, জানি না।

এখন তুমি পড়ো না বুঝি?

বাণী বলল, সময় পাই না।

পাতা ওলটাতে ওলটাতে পুলক জামার পকেট থেকে পার্স বার করেছে। একটা একশা টাকার নোট আঙুলে ধরে পার্স ভাঁজ করে আবার ঢুকিয়ে দিয়েছে পকেটে। বাণী আবার দেওয়ালের দিকে তাকিয়েছে। ছাদ থেকে জল পড়ে। তার দাগ ধরে আছে দেওয়ালে। ছাদ কবে সারানো হবে ঠিক নেই।

পুলক বইটার পাতা উলটে একটা পাতার ভাঁজে একশো টাকার নোটটা রাখল। বলল, বইটা কবে ফেরত দিতে হবে?

বাণী বলল, এই সপ্তাহখানেক পরে বোধহয়।

পুলক বলল, এই সপ্তাহটা চালিয়ে নাও। মাসিমার ওষুধটা আজই নিয়ে এসো। বাণী একইভাবে বলল, আনব।

পুলক উঠল, উঠে খাটে বাণীর পাশে বসল। বসে বাণীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁধটা খিমচে ধরে নিজের দিকে টান দিয়ে বলল, এই গামছাটা দিয়েছ কেন গায়ে। এটা সরাও। বলে নিজেই সরিয়ে দিল। পুলকের হাত কাজ করতে শুরু করেছে। পুলক বলছে, এই ম্যাক্সিগুলো বড়ো অসুবিধে করে। বিরক্ত লাগে... তোমাকে নাইটি এনে দেব। নাইটিতে সুবিধে। পারবে তো?

বাণী একইরকম গলায় বলল, খোলা আছে।

পুলকের এখন ঘোর এসে গিয়েছে বিরক্ত হয়ে বলল, কোথায় খোলা? সবই তো ঢাকা।

বাণীর নির্বিকার গলা বলল, দরজাটা।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে পুলক বলে, ওঃ, হ্যাঁ। খোলাই তো! খোলা!

বাণী বলল, দরজাটা দিয়ে আসি।

দরজায় খিলটা আটকাতে একটু শব্দ হল আবার। খিল আটকে পুলকের কাছে আবার ফিরে এল বাণী।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

পুলক ফিরছে। যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল সে রাস্তা দিয়ে নয়। সন্ধে হয়ে গিয়েছে। বাণীদের বাড়ির সামনে যে মাঠ, সেই মাঠে দুটো বড়ো বেলগাছ আছে। সেই বেলগাছের তলা দিয়ে একটা পায়ে চলা পথ গিয়ে মেয়ে-স্কুলের পাশের গলিটায় মিশেছে। খুব সরু গলি। গলিটার উলটোমুখে চলেছে এখন পুলক। গলিটার সেই উলটোমুখ শেষ হবে স্টেশন যাওয়ার রাস্তায়। পুলক যখন বাণীদের বাড়ি যায়, একটা রাস্তা ধরে। ফেরার সময় আর-একটা। ফেরার সময় নির্দিষ্ট একটা রাস্তাই যে ধরবে পুলক তা নয়। আঁকাবাঁকা নানা গলিরাস্তা আছে স্টেশনের মূল রাস্তাটায় পৌঁছোনোর জন্য। ছোটো ছোটো মফস্‌সল টাউনে যেমন থাকে। এক-একদিন তারই কোনো একটা ধরে নেয় পুলক। কিন্তু যাওয়ার সময় একটাই রাস্তা ধরে রোজ। কারণ, ওই রাস্তাটা পয়া। শুভ রাস্তা। ওই রাস্তাটা ধরলে কাজ হয়। যেমন আজ হল।

পুলকের মন খুশি। পুলক ডাউন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছে। রবিবার বলে প্ল্যাটফর্মে লোক একটু কম। দূরে দেখা যায় ছোটো একটা পরিবার। স্ত্রী আর বাচ্চা নিয়ে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুবকটি রয়েছে, হঠাৎ পুলক খেয়াল করল, যুবকটি একদৃষ্টে তাকে দেখছে। তাকানোটা কেমন যেন তীক্ষ্ণ। পুলকের চোখ সরে গেল। আবার ঘুরে চোখ ওইদিকে গিয়ে পড়ল। পুলক দেখল বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে যুবকটি তাকেই দেখছিল। এইমাত্র যুবকটি তার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল।

হু হু করে ট্রেন ঢুকে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। ঠোঙা, শালপাতা উড়ছে। ধুলো। সন্ধে বলে সেই ধুলো দেখা যায় না কিন্তু কাশি আসে।

পুলক ট্রেনে উঠল। পাশের কামরায় উঠছে ওই যুবক ও তার পরিবার। রবিবার তেমন ভিড় নেই। একটা জানলা পাওয়া গেল। পুলক হাওয়ার মুখ পেয়েছে। আজ সবই ঠিকঠাক পেয়ে গিয়েছে পুলক। পাবে যে, সেই ইঙ্গিত পুলক আজ প্রথম থেকেই পাচ্ছিল। বাজারের ওই ভ্যাপসা গন্ধটা ঠিকমতোই পেয়েছে। প্রথম যেদিন বাণীকে পায়, সেদিন ওই রাস্তা দিয়েই গিয়েছিল। ওই গন্ধটাও ধক করে লেগেছিল নাকে। সেদিন খারাপ লাগলেও ওই গন্ধের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে পুলকের। যেমন পুলকের পক্ষে একটা শুভচিহ্ন, ওই বুড়ো লোকটা যে তারা মা টেলার্স সাইবোর্ড দেওয়া চিরকালের জন্য বন্ধ একটা দোকানের ভাঙা বারান্দায় বসে থাকে। পুলকের পক্ষে শুভচিহ্ন, ওই জলের ট্যাংকের মাঠে বল খেলতে ব্যস্ত ছেলেগুলো। পুলক আগে আগে দেখেছে তাড়াতাড়ি পৌঁছোবে বলে হয়তো বাজারের রাস্তাটা নিল না। গিয়ে দেখে, সেদিনই ঝিন্টি-শিন্টি বাড়িতে রয়েছে। পড়তে যায়নি। কোনোদিন হয়তো দেখল তারা মা টেলার্সের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে বুড়োটা বসে নেই। সেদিনই ঠিক বাণীর পিসেমশাই এলেন নৈহাটি থেকে। কোনোদিন হয়তো বর্ষা হল। ছাতা হাতে বহুকষ্টে এসেছে পুলক কিন্তু সেদিন বাচ্চাগুলো আর বল নিয়ে বেরোয়নি। জলের ট্যাংকের মাঠটা ফাঁকা। সেদিনই বাণী বলবে, আজ আমার শরীর খারাপ হয়েছে।

ভারি বিরক্ত লাগে পুলকের। পাঁচটা স্টেশন উজিয়ে এসে যদি খালি হাতে ফিরতে হয়। রবিবার একবেলা পুলকের দোকান বন্ধ থাকে। সারা সপ্তাহ দোকানে বসতে হয় পুলককে। স্টেশন বাজারের মধ্যে খুব চালু দোকান। ছ'জন কর্মচারী দোকানে। পুলক বলে স্টাফ। মুদিখানার দোকান। বাবা চালাতেন। মাধব মুকুন্দ স্টোর্স হল পুলকদের দোকানের নাম। পুলকের বাবার নাম মুকুন্দ। মাধব ছিল জ্যাঠামশাইয়ের নাম। জ্যাঠামশাইয়ের কোনো বংশধরাদি নেই। বিধবা জ্যেঠিমা পুলকদের ঠাকুরদাদার আমলের বসতবাড়ির একটা অংশে থাকেন। দোকানের আয় থেকে জ্যাঠামশাইয়ের একটা ভাগ পাওয়ার কথা। মাঝে মাঝে কিছু টাকা আর চালডাল, তেল যা যা লাগে, জ্যেঠিমাকে দেওয়া হয়। জেঠিমা অবশ্য খুশি না তাতে। জেঠিমার ধারণা, তাঁকে ঠকানো হচ্ছে। কী আর করা যাবে!

দুটো স্টেশন চলে গিয়েছে। আর তিনটে স্টেশন। জেঠিমা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। জানলা দিয়ে হাওয়ার ঝাপটা আসছে। পুলক চিন্তা করল পরের রবিবার সে আসতে পারবে না। বাড়িতে তার বোন আসবে বর আর মেয়েকে নিয়ে। পুলকের বেরোনো হবে না। মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। আজ অবশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাণীকে বলল, পরের রবিবার আসতে পারব না। তখন বারান্দায় জুতো পরছিল পুলক। বাণীর মা একবার সন্ধের মুখে ঢুকেছিলেন ঘরে চা দিতে। দরজা ভেজানোই ছিল। ভেজানো থাকে। একটা সময়ের পর, কাজকর্ম চুকে গেলে, বাণী খিল খুলে বেরিয়ে যায়। চোখেমুখে জল দিয়ে ফিরে এসে ঘরে ঢোকার সময় একহাতে দরজার পাল্লাটা একটু চেপে দেয়। সেই চেপে দেওয়া পাল্লার বাইরে থেকে বাণীর মায়ের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, অন্যদিনও যেমন পাওয়া যায়—বাণু-উ চা নে। বাণী উঠে গিয়ে দরজার একটা পাল্লা খুলে যখন চায়ের কাপ আর বিস্কুট নিচ্ছে তখন বাণীর মায়ের গলা আবারও পাওয়া গেল, পরোটা করব পুলকের জন্য? খাবে কী? বাণী একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পুলকের দিকে, বাণীর নীরব চোখ ওই প্রশ্নটা পাঠিয়ে দিল পুলককে। পুলক বলল, না, না আজকে উঠব। একটু তাড়া আছে। বাণী হাতে চায়ের কাপ আর বিস্কুটের প্লেট নিয়ে পুলকের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, বাণীর মায়ের পায়ের আওয়াজ বারান্দা দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে বোঝা গেল। বাণী এগিয়ে আসার সময় হাত দিয়ে দরজাটা আর ভেজিয়ে দেয়নি। চায়ের কাপটা নিয়ে বিছানায় বসা পুলকের সামনে দাঁড়াতে পুলক একহাতে চায়ের কাপটা নিয়ে টেবিলে রেখে অন্য হাতে বাণীর কোমর জড়িয়ে টানার চেষ্টা করে বুকের ওপর মুখ ডোবাতে চাইল। বাণী পুলকের কাঁধটা ধরে আস্তে ঠেলে দিয়ে বলল, আর না। পুলক বলেছিল, কেন? দরজাটা আটকে দিতে কী হয়েছে? বাণী একইরকম নির্বিকার গলায় বলেছিল, ঝিন্টি-শিন্টি পড়ে বাড়ি ফিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে। আজ আর না।

চা-টা খেয়েই উঠে পড়েছিল পুলক। বারন্দায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, পরের রোববার আমি আসতে পারব না। চালিয়ে নিতে পারবে?

বাণীর উত্তর ছিল, দেখি।

পুলক বুক পকেটে হাত দিয়ে আবার পার্স বার করেছিল। আরও কয়েকটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, এগুলো রাখো।

বাণী রেখেছিল। কোনো কথা বলেনি।

পুলক দেখল এবার নামতে হবে। গাড়ি ঢুকতে যাচ্ছে স্টেশনে। পুলক দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

স্টেশনের ঠিক আগেই একটা বড়ো মাঠ। মাঠের অন্য প্রান্তে প্রথম বাড়িটাই পুলকদের। বড়ো বসতবাটি। আলো জ্বলছে বাড়িতে, পুলক দেখতে পেল। পরমুহূর্তেই ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়তে বাড়িটা আড়াল হয়ে গেল।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে দু-ভাবে যাওয়া যায় পুলকদের বাড়ি। যদিও খুব ছোটো স্টেশন, তবু তার একটা মেন গেট তো থাকবে। আছেও। সেখানেই টিকিট কাউন্টার। স্টেশন মাস্টারের ঘর। সেই মেন গেট দিয়ে বেরিয়ে রিকশা পাওয়া যায়। রিকশা সরু পিচের রাস্তা ধরে একটু ঘুরে পৌঁছে দেবে পুলকদের বাড়িতে। নইলে, মেন গেট দিয়ে না বেরিয়ে, প্ল্যাটফর্ম যেখানে ঢালু হয়ে গিয়েছে, সেখান দিয়ে নেমে বাঁদিকে মাঠ ধরলেই মাঠের পাড়ে বাড়ি। মধ্যে পায়ে চলা পথ আছে। তবে মাঠে কোনো লাইটপোস্ট তো নেই। সঙ্গে টর্চ না থাকলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরম কাল বা বর্ষার দিনে রাতেরবেলা মাঠ ভাঙার কী দরকার। পোকামাকড় থাকতে পারে। পুলক মেন গেট দিয়ে বেরিয়ে একটা রিকশা নিল। পুলকদের এই টাউনটা বাণীদের টাউনের থেকেও ছোটো। একটা ছেলে-স্কুল, একটা মেয়ে-স্কুল। কোনো কলেজ নেই। কোনো সিনেমা হলও নেই। কিন্তু এখানকার বাজারে সবচেয়ে বড়ো মুদিখানার দোকান পুলকদেরই। সবচেয়ে বড়ো বাড়িটাও পুলকদের। তিনতলা। অনেকটা জায়গা নিয়ে। বাড়ির পিছনে ফলবাগান। পুকুর। কাছেই জেলা শহরে, জজ কোর্টের ধারে-কাছেই আর একটা দোকান দিতে চলেছেন পুলকের বাবা। বাবা এখনও খুব অ্যাক্টিভ মানসিকভাবে। পুলক ভাবল।

বাড়ির সামনে নেমে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল পুলক। পুলকদের বাড়ির সদর দরজা সবসময় খোলাই থাকে। রাত সাড়ে দশটায় বন্ধ হয়। সামনে একটা বড়ো উঠোন চাতাল। চাতাল পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল পুলক। পুলক যাবে তিনতলায়। দোতলায় বাবা-মা থাকে। একতলাটা কিছুটা গোডাউন। বাকিটা ভাড়া দেওয়া আছে। দু-ঘর ভাড়াটে। ভাড়াটে বসানোয় পুলকের সায় ছিল না। বাবা বলেছিল, কোনো জিনিস ফেলে রাখবি না। সব জিনিসই আয় দিতে পারে। যেখান থেকে যা পাওয়া যায়, নিবি। আয় করবি। পুলক তিনতলায় তার ঘরে ঢুকে দেখল বউ সেলাই করছে বসে। বউ ঘুরে পুলকের দিকে তাকাল। তারপর বলল, চা দেব?

পুলক বলল, না, সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে। চানটা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসি। ন-টায় খেতে দিয়ে দিয়ো। শুয়ে পড়ব। সকালে অনেক হ্যাঙ্গাম আছে।

বউ সেলাই রেখে দিয়ে উঠে পড়ল। সকালে হ্যাঙ্গাম মানে? জিজ্ঞেস করল।

পুলক জামা খুলতে খুলতে ঘরের সামনের ছাদে টাঙানো গামছা নিতে নিতে বলল, জেলা শহরে যেতে হবে। ওখানে যে দোকানটা নেওয়া হচ্ছে তার নানা ফ্যাচাং। আর এমনি তো উঠতেই হবে সকালে।

বউ জানে। সকাল ছ-টায় পুলকের একজন কর্মচরী এসে চাবি নিয়ে যাবে। দোকানে খুলবে। সকাল সাতটার মধ্যে পুলক গিয়ে বসে পড়বে দোকানে। সকাল সাতটা থেকে বেলা একটা। তারপর আগুন হয়ে ফিরবে। চান খাওয়া সেরে দুটোর সময় শোবে। তিনটে পর্যন্ত ঘুমিয়ে সাড়ে তিনটে তিনটে চল্লিশ এ বেরিয়ে চারটের মধ্যে দোকান খুলবে। চলবে রাত প্রায় দশটা অবধি। ব্যস্ত দোকান। ব্যস্ত মালিক।

চান করে এসে খেতে বসল পুলক। বলল ছেলে কই? বউ বলল ঘুমিয়ে পড়েছে। পুলক বলে, আজ তাড়াতাড়ি কেন? বউ খাবার থালাটা টেবিলে নামাতে নামাতে বলল, আজ বিকেলের বাড়ির মাঠে অনেকক্ষণ বল খেলেছে বৃষ্টির মধ্যে। ক্লান্ত হয়ে গেছে। ওইটুকু ছেলে, আর কত সহ্য হবে? পুলক বলল, ভিজেছে? জ্বরটর আসেনি তো? না, না, ওসব কিছু নয়। দুটো থালায় খাবার বেড়ে দেওয়া হয়ে গেল বউয়ের। ছোলার ডাল, কুমড়োর ছোকা আর পাঁঠার মাংস। সঙ্গে পরোটা। পুলক খাওয়া শুরু করার পর বউ বলল, তুমি কল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেরিয়ে যাবে, কখন ফিরবে।

পুলক পরোটা চিবোতে চিবোতে বলল, জজ কোর্টেও যেতে হবে একবার। ফিরতে ফিরতে সন্ধে পার হয়ে যাবে।

যদিও বাড়িতে চারটে লোক তবু দুটো হেঁসেল। কারণ, পুলকের মায়ের অসম্ভব ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক। বউয়ের সঙ্গে বনে না। তাই পুলকের বাবা-মা দোতলায় আলাদা। পুলকরা তিনতলায়। আজ রবিবার, আজ পুলকদের দোকান অর্ধেক বন্ধ। বিকেল বেলাটা। পুলকের বউ বলল, আর-একটা পরোটা দেব? পুলক বলল, না। বলে, অর্ধেকটা পরোটা পাতে রেখে উঠে পড়ল। মাংসটা অবশ্য সবটা খেয়েছে। উঠে বেসিনে হাত ধুতে লাগল। পুলকের বউ বসে বসে খাওয়া শেষ করতে লাগল।

পুলক দেওয়ালে সুইচ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে একটা সুইচ টিপল। পুলকের বউ জানে ওটা বাথরুমের আলোর সুইচ। পুলক রাতে খেয়ে উঠেই বাথরুমে ঢোকে রোজ। পুলক বলল, আজকের কাগজটা কোথায়। পুলকের বউ বলল, সামনের টেবিলে।

কোমরে একটা গামছা আঁটতে আঁটতে লুঙ্গি খুলতে লগল পুলক। লুঙ্গিটা যেমন তেমন করে তারের ওপর ফেলে ঘরে গিয়ে খবর কাগজ নিল, তারপর ঢুকে গেল বাথরুমে।

পুলক শুয়ে পড়েছে। বউ তখনও মশারির বাইরে। পুলক বলল, তোমার কত দেরি আর? আলোটা নিভিয়ে দাও, চোখে লাগছে। বউ বলল দিচ্ছি। আলো নিভিয়ে দেওয়ার পর বউ তখনও অন্ধকারে খুটখাট করছে। পুলক চোখ বন্ধ করতেই পুলকের চোখে ভেসে উঠল, স্টেশনে ওই যুবকের তাকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকাটা। নিজের স্ত্রী আর বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে যে-যুবকটি ছিল। লহমায় চিনতে পারল পুলক ওই যুবকটিকে। বাণীদের বাড়ির পাশেই থাকে। বাণীদের বাড়ি ঢোকার সময় বেরোনোর সময় ওই মাঠের কাছে বা মেয়ে স্কুলের পাশের গলিটায় কয়েকবার দেখেছে। আজই তো, গলির মধ্যে ওর সাইকেলেই ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল প্রায়। ছেলেটার তাকিয়ে থাকাটা কেমন যেন। পুলক দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে ঘুমের দিকে চলে যেতে শুরু করল এবার। বুঝতে পারল মশারি তুলে বউ উঠে এসেছে খাটে। খচমচ একটু নড়াচাড়ায় বিরক্ত হল পুলক। প্রকাশ করল না। তাহলে ঘুমটা নড়ে যাবে। যাক, বউ শুয়ে পড়েছে। পুলক বুঝতে পারল। নিশ্চিন্তে ঘুমের দিকে যেতে যেতে পুলক শুনল বউয়ের গলা : আজকেও তোমরা ওই মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি গিয়েছিলে নাকি গো?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাব

পুলকদের ছোট্ট টাউনে যে একটাই ছেলেদের স্কুল চরণবাবু ছিলেন তার হেডমাস্টার। চরণকমল মজুমদার। পুলক বাবার কাছে ছোটো থেকেই একটা কথা শুনে রেখেছিল, যেখানে যে হোমরাচোমরা সবসময় তার কাছে কাছে থাকতে হয়। চরণবাবুর কাছে কাছে থাকার ছুতো সবসময়ই খুঁজত পুলক। ওদিকে, পুলকের বাবা, নিয়ম করে হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে আসতেন। বলতেন, মাস্টারমশাই আমার ছেলেটাকে একটু দেখবেন। মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতেও চলে যেতেন পুলকের বাবা। ভালো চাল একসের নিয়ে গেলেন সঙ্গে। কখনও ভালো ঘি এর কৌটো। বাবার সঙ্গেই মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি প্রথম যায় পুলক। তখন ইলেভেনে পড়ে। তারপর পাস করে যায়। সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছিল। ওদিকে চরণবাবুকেও মাঝে মাঝে দেখা যেত পুলকের দোকানে এসে পুলকের বাবার কাছে বসে আসেন। পরের দিকে পুলকের বাবার আর যাওয়ার প্রয়োজন হত না। চরণবাবুই আসতেন পুলকদের দোকানে। ধার চাইতে। জিনিসপত্র। এবং টাকা। পুলকের বাবা প্রথমে ব্যাপারটা গোপন রেখে গিয়েছিলেন পুলকের কাছে। পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলক জানতে পারে। বাবার কাছেই। পুলক সেটা জানার পর অবাক হয়নি। কারণ চরণবাবু বাবার কাছে এসে অতক্ষণ বসে থকেন কেন এটা তার মনে একটা খটকা তৈরি করেছিল ওই অল্প বয়সেই। পরে বাবার মুখে শোনামাত্র বুঝতে পারে। প্রথম যখন পুলক বাবার সঙ্গে চরণবাবুর বাড়ি যায় তখন বাণী সদ্য কিশোরী। ক্লাস এইট-এ পড়ে। চোখে ধরে গিয়েছিল পুলকের। তারপর পুলক টেনেটুনে বিএ পাস করে এবং দোকানে বাবাকে সাহায্য করতে শুরু করে। পুলকের বাবা আস্তে আস্তে পুলকের হাতেই সবটা ছেড়ে দিতে থাকেন এবং পাত্রী দেখে পুলকের বিয়েও দিয়ে দেন। চরণবাবু মাঝে মাঝে আসতেন। পুলকের বাবার বদলে পুলককে পেতেন। পুলক খাতির করে সামনের টুলে বসাত। দোকানের কর্মচারীদের দিয়ে চা-বিস্কুট আনাত। চরণবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে একথা সেকথার পর বলতেন বাবা, আজ একটু চাল দিতে পারো। দামটা পরের মাসে দিয়ে যাব।

পুলক বলত, কতটা। এক কেজি দিয়ে দিই।

চরণবাবু হাতে স্বর্গ পেতেন। হ্যাঁ-অ্যা।

পুলক বলত, আর কিছু লাগবে। ডাল, তেল, লাগবে? বলুন না।

এই চলছিল। পুলক একদিন দোকনে বসে তদারক করছে খরিদ্দারদের মালপত্র ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে কি না। হঠাৎ দেখল, দোকানে একটি যুবতি ঢুকছে। দীর্ঘাঙ্গী, একটু ময়লা রং। কিন্তু চোখে পড়ার মতো কিছু একটা আছে। পুলকের মুখচেনা লাগল। পুলকের দোকনে পুরোনো কর্মচারী হারুকাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগিয়ে গিয়ে বলল, কী দেব বলুন। যুবতিটি হারুকাকার কথার উত্তর না দিয়ে দোকানের ভিতর দিকে এগিয়ে এল। যেখানে একটা চৌকির ওপর পুলক বসে থাকে, ক্যাশবাক্সের পাশে, সেইখানে এসে দাঁড়াল। পুলক অবাক, একটু চঞ্চলও। মুখের দিকে তাকাল। বলুন। যুবতির মুখে একটা কালো ছায়া ও চোখে দুশ্চিন্তা বেশ বোঝা যায়। বলল, আমি চরণবাবুর বড়ো মেয়ে। বাণী। আপনি আমাদের বাড়ি গেছেন।

পুলক ব্যস্ত হল। ও আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ। মন্টু, টুলটা দাও তো। হ্যাঁ, এই যে, এখানে, এখানে।

পুলক মেয়েটিকে তুমি বলবে না আপনি ঠিক করে উঠতে পারছে না। গায়ে শাড়িটা জড়িয়ে আঁচলটা আঙুলে টানছে মেয়েটি। দ্বিধা বা সংকোচের সময়ে আড়ষ্টভাব কাটাতে মেয়েরা যেমন করে। মন্টু বাবুর কর্মচারীটি টুল এগিয়ে দিতেই মেয়েটি বসে পড়ল। পুলক বলল, কেমন আছেন স্যার।

বাবার খুব অসুখ বলতে গিয়ে মেয়েটির কান্না এসে গেল। একফোঁটা একফোঁটা জল দুই চোখে। আঙুল দিয়ে দ্রুত মুছে ফেলল। বাবা হাসপাতালে ভরতি। আমি তাই আপনার কাছে এলাম।

সেদিনই বিকেলে চরণবাবুকে দেখতে হাসপাতালে চলে গিয়েছিল পুলক। তারপরের কয়েক দিনও গিয়েছিল, বিকেলের দিকে, বাবাকে দোকানটা একটু দেখতে বলে। বাবা এই দেখতে যাওয়া নিয়ে খুশি নয়। কিন্তু কী আর করা যাবে ভেবে ছেড়েও দিয়েছিলেন। চরণবাবু বাঁচেননি। শ্রাদ্ধশান্তি সব হয়েছিল পুলকের তত্ত্বাবধানেই। নিয়মভঙ্গের খাওয়া-দাওয়াও নম নম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেই হয়েছিল। লোকজন সব বিদায় নেওয়ার পর সন্ধের দিকে পুলক চলে আসবার সময় বাণীর হাতে কিছু টাকা দিয়ে এসেছিল। ওই ঘরে বসেই। বাণীর চোখে আবার জল এসেছিল। ছি, ছি কাঁদতে নেই। কাঁদতে আছে? বলে পুলক বাণীর কাঁধে হাত রেখেছিল। হাত সরায়নি কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিল। আমি তো আছি। বলে কাঁধটা মুঠো করে ধরেছিল যেন আশ্বাস দিচ্ছে। বাণীর মুখ, বেদনা পিতৃশোক ও অসহায় কৃতজ্ঞতা মেশানো অভিব্যক্তি থেকে সরে এসে কাঠিন্যের দিকে চলে গিয়েছিল। চোয়াল শক্ত হয়ে গিয়েছিল বাণীর। পুলক এসব কিছুই খেয়াল করেনি।

মাসখানেক কেটেছে। সেদিনও রবিবার। বেলা বারোটা নাগাদ পুলক দোকানে বসে ভাবছে, আজ ওবেলা বন্ধ। আজ মাংস কিনে পাঠিয়েছে বাড়িতে। এইসময় দোকনের দরজা দিয়ে বাণীকে ঢুকতে দেখল। পুলকদের এই মাধব-মুকুন্দ স্টোর্স অনেকটা জায়গা নিয়ে বড়ো একটা হলঘরের সব জিনিসপত্র রাখা। চিনির বস্তা, নুনের বস্তা, চালের বস্তার খোলা মুখ। আলমারিতে মশলার প্যাকেট। বনস্পতির টিন। তেলের টিন। ভিতরেও একটা ঘর। সেখানে আখের গুড়ের টিন। বস্তা বস্তা চাল, বিভিন্ন রকমের ডাল, নুন, চিনি সব রাখা। দোকানের বাইরের হলঘরটার একদম বাঁদিকে একটা বড়ো চৌকি পাতা। সেখানে একটা ছোট্ট তোশক। দুটো ছোটো তাকিয়া। সেখানেই পুলক বসে। সামনে বড়ো ক্যাশবাক্স। পুলকের প্রধান সাহায্যকারী তার বাবার আমলের হারুকাকা। সেই হারুকাকাই বাণীকে বলল, আসুন মা, আসুন। বলে নিজেই একটা টুল এনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌকিটার সামনে রাখল। তারপর একটা ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে দিল টুলটা।

পুলক বাণীকে দেখে জিজ্ঞেস করল, চা খাবে?

বাণী মাথা নাড়ল। বাণীর মুখ ম্লান।

কেন, খাও না। পুলক আবার বলল।

বাণী কিছু বলল না। কখনও মুখ নীচু করে। কখনও মুখ তুলে শূন্য চোখে দোকানের বাইরে তাকায়। পুলক বলে তোমার মায়ের শরীর কেমন আছে?

বাণী পুলকের দিকে না তাকিয়ে বলল, ভালো না।

পুলক ভুরু কুঁচকে বলল, কেন, ডাক্তার দেখাচ্ছ না। ওখানে একজন ডাক্তার তো দেখছিল। তাহলে?

বাণী দোকানের বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে অনেকগুলো ওষুধ তো। আনা হয় না।

ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছে। ভাঁড়ে ঢেলে মন্টু হাতে তুলে দিচ্ছে বাণীর। পুলক মিল হাত বাড়িয়ে। মন্টু সামনে। তাই কথাবার্তা বন্ধ আছে। মন্টু সরে গেল। পুলক বলল, চা-টা খাও। বিস্কুটটা নিলে না কেন?

বাণী বলল, ইচ্ছে করছে না।

ইতিমধ্যে দোকান আবার তার পুরোনো কোলাহলে ফিরে গিয়েছে। খরিদ্দাররা আসছে। হারুকাকার হাঁক শোনা যাচ্ছে, মুসুর ডাল পাঁচশো ওদিকে, এখানে আলু এক কেজি। আর পেঁয়াজ পাঁচশো।

পুলক বলল, প্রেশক্রিপশন এনেছ?

বাণী চায়ের ভাঁড়ে ঠোঁটটা নামাতে নামাতে মাথাটা দু-দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাড়ল।

পুলক বলল, এই তো ভুল করো। প্রেসক্রিপশনটা আনবে তো। কাউকে পাঠিয়ে ওষুধগুলো আনিয়ে নিতাম।

এইসময়টায় আরও একটা ব্যাপার ঘটেছে। বাণী ঠোঁটটা সরু করে গরম চায়ের ভাঁড়ে লাগিয়েছে। আর পুলক ভেবেছে, ঠোঁট দুটো সরু করলে বাণীকে এইরকম লাগে! বাঃ!

মুখে বলেছে, আর বোনেরা, বোনেদের খবর কী? আহা, আগে চা-টা খেয়ে নাও। পরে বোলো।

পুলক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাণীর দিকে। বাণীর মনে হচ্ছে তার ডানগালটা পুড়ছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা বাণী তখনও জানে না। কেন-না, তখনই বাণী ভাঁড়ের কিনারে ঠোঁট সরু করে তার দ্বিতীয় চুমুকটা রাখছে। আর পুলকের ভিতরটা চনমন করে উঠছে। খাও চা-টা খাও। আর-এক ভাঁড় দিতে বলব?

বাণী বলল না। বোনেদের খবর বলতে সিতুর পরীক্ষা সামনে। ফি জমা দেওয়া হয়নি। লাস্ট ডেট মঙ্গলবার।

পুলক বলল, এতদিন জানাওনি কেন। বলে, ক্যাশবাক্সটা খোলার জন্য হাত বাড়াল। বাণী চকিতে একঝলকে দেখল, পুলকের হাত ক্যাশবাক্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাণী চোখ সরিয়ে নিল। আর পুলক হঠাৎ কী মনে করে মুখটা তুলেই দেখতে পেল হারুকাকা ঘরের অন্যদিক থেকে তাকিয়ে আছে। পুলকের হাতটা দেখছে। পুলক থেমে, হাতটা সরিয়ে নিল। হারুকাকা বড়ো হলঘরটা ছেড়ে ভিতরে মাল রাখার ঘরে ঢুকে পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলক বাণীকে বলল, তুমি বাড়ি চলে যাও। আমি দোকান বন্ধ করে বেলা তিনটে নাগাদ যাব। কিছু চিন্তা কোরো না।

সেই থেকে শুরু হল পুলকের যাওয়া। এখন প্রতি রবিবারে যাওয়াটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই নিয়মটা পুলকের তৈরি করা। যে-নিয়ম বাণীও মেনে চলে। বাণীর বাড়ির লোকও মেনে চলে।

অবশ্য কোনো রবিবারে খুব কাজ পড়ে গেলে পুলকের যাওয়া হয় না। যেমন এই রবিবার পড়ে গিয়েছে। বোন ভগ্নীপতি আর তাদের মেয়ে আসবে। বাড়ি থাকতে হবে। বাড়ি থাকতে হলও। মনটা খিঁচড়ে রইল পুলকের। পরের পুরো সপ্তাহটা অপেক্ষা করে রইল কবে রবিবার আসে। আসে না আসে না করে অনেক দেরিতে যেন রবিবার অবশেষে এসে পড়ল।

পুলক দুপুরের গাড়ি ধরে পাঁচটা স্টেশনে চলে গিয়ে নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে যে রাস্তাটা বাঁদিকে ঘুরল, যে রাস্তাটা একটু ঘুরপথ হলেও পুলক ধরবেই ধরবে—সেই রাস্তার সামনে একটা বোর্ড লাগানো। রাস্তায় কাজ হচ্ছে, যাওয়া যাবে না। এই রাস্তায় যাওয়া যাবে না মানে বাজারটা পার হওয়া যাবে ন। জলের ট্যাংকটা পাওয়া যাবে না রাস্তার বাঁদিকে। এবং তারা মা টেলার্স লেখা বারন্দাটাও থাকবে না। মনটা খিঁচড়ে গেল পুলকের। শর্টকাট রাস্তাটা বাধ্য হয়েই ধরল পুলক। এই রাস্তাটা একটা গলিতে ঢুকেছে যে গলিটা শেষমেশ এসে পৌঁছোবে বাণীদের বাড়ির সামনের ওই মাঠটায়। অর্থাৎ মেয়ে-স্কুলের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁদিকে ঘুরে বাণীদের বাড়িতে এসে পৌঁছেছে ঠিক তার উলটোদিকের রাস্তা দিয়েই আজ পৌঁছোতে হবে পুলককে। গলিটাতে ঢুকে কয়েক পা এগোলেই একটা বাংলা মদের দোকান। রবিবার বলে শেষ দুপুরেও সেখান দু-একজন ক্লান্ত মাতালকে দেখা যায়, যারা সকাল থেকে খেয়েছে বলে এখন আর উঠতে পারছে না। গলিতে, ড্রেনের ধারে বা কোনো দরজার কাছে ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ বা টলতে টলতে বাড়ি যাওয়ার শেষ চেষ্টা করছে চেঁচিয়ে একটা রিকশা ডেকে। বলাবাহুল্য, গলির ভিতর থেকে সেই ডাক রাস্তার চলমান কোনো রিকশার কানে পৌঁছোচ্ছে না।

বাংলা মদের গন্ধটা একেবারেই সহ্য হয় না পুলকের। নাকে রুমাল চেপে জায়গাটা পেরিয়ে এসে কিছুটা স্বস্তি পেল পুলক চানাচুরের গন্ধে। এই জায়গাটায় একটা চানাচুরের কারখানা আছে আর পিছনে দিকের পাঁচিলের গা ঘেঁষে গলিটা চলেছে। চানাচুরের ফ্যাক্টরির গন্ধটা পুলকের ভালো লাগে, কিন্তু এই গন্ধটা পুলকের ভালো লাগে, কিন্তু এই গন্ধটা যেদিন যেদিন পেয়েছে, অর্থাৎ এই রাস্তাটা দিয়ে গিয়েছে, সেসব দিনেই পুলকের কাজকর্মে বাধা পড়েছে। কী জানি কী হবে আজ।

ভাবতে ভাবতে পুলক বড়ো পাঁচিল ছাড়িয়ে ওঠা একটা বেলগাছের মাথা দেখতে পেল। এই পাঁচিলটার পাশ দিয়ে রাস্তাটা সোজা গিয়েছে মেয়ে-স্কুলের পাশের রাস্তায় মিশবে বলে। কিন্তু তার আগেই মাঠটা এসে পড়েছে। মাঠের পরেই বাণীদের বাড়ি। মাঠে নেমে পড়ল পুলক।

আজ গেট খুলে, বাগান মতো জায়গাটা পার হওয়ার সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলক শুনল, কেউ কথা বলছে। পুলক অবাক হল। পুলক রবিবার এই সময়টাতেই আসে, সকলেই জানে এ বাড়ির। বাড়িতে কেউ থাকে না। আজকে কি তাহলে পিশেমাশাই বা মামাবাবু কেউ এসে পড়েছেন? কিন্তু নারীকণ্ঠের আওয়াজ তো। পুলক দেখল, বাণীর ঘরের দরজা খোলা। দরজা তো অন্যদিন বন্ধই থাকে। পুলক ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জুতো ছাড়বার সময় দেখতে পেল, বাণীর খাটের সামনের চেয়ারে বসে রয়েছে সিতু। সিতু বলল, আসুন পুলকদা।

পুলক একটু ঘাবড়ে গেল। কারণ, পুলক যে রবিবারে এ সময়টা আসে এটা সিতু, সিতুই সবচেয়ে ভালো জানে। কোনোদিন যদি সিতু না বেরিয়ে বাড়িতেও থাকে, তাহলে সিতু তার উপস্থিতি সন্ধের আগে জানতে দেয় না। সিতু উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। বসুন পুলকদা। পুলক কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে বসল। বাইরের আত্মীয়স্বজন এসে পড়ে, সে অন্য কথা। কিন্তু সিতু কেন? সিতু বলল, একটা ভালো খবর আছে পুলকদা, আপনি শুনে খুব খুশি হবেন, আমি জানি। একথা বলতেই বাণী উঠে বেরিয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি গেল যে ম্যাক্সির সঙ্গে পায়ের চলন মিলিয়ে একটা লটপট শব্দ উঠল। সিতু ধমক দিল, আস্তে যা দিদি। পড়ে যাবি তো।

পুলক আরও অবাক হল। কখনওই চলাফেরায় এইরকম তাড়াহুড়ো দেখা যায় না বাণীর। পুলক বলল, কী ব্যাপার বলো তো?

সিতু একটুও ভূমিকা না করে বলল, দিদির বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলকের মুখ এক মুহূর্তেই পালটে গেল। একটা ছায়া এসে পড়ল। পুলক পরের মুহূর্তে সেই ছায়া সরিয়ে দিয়ে বলল, তাই নাকি। বাহ! খুব ভালো খবর তো। কোথায় ঠিক হল? বাণী তো আমায় কিছু বলেনি।

সিতু বলল, এই তো গত রোববার।

পুলক বিস্মিত। গত রোববার? ও, গত রোববার তো আমি আসতে পারিনি। গত রোববারই ঠিক হয়ে গেল?

কথাটা বলেই পুলক বুঝল, বলাটা ঠিক হয়নি। আসলে মুখ দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছে। সিতু সেটা গায়ে নিল না। সিতুও একটা ম্যাক্সিই পরে আছে। বাণী যেমন দীর্ঘাঙ্গী। সিতু কিন্তু ছোটোখাটো। কিন্তু শক্তপোক্ত গড়ন। বাণীর মতো চুপচাপ নয়। দু হাত তুলে এখন খোলা চুল মাথার ওপর পাক দিয়ে নিচ্ছে। সিতু বলল, সম্বন্ধ তো আসছে অনেকদিন ধরেই। পেপারে পাত্রী চাই দেখে আমি চিঠি দিয়ে যাচ্ছি, ফোটো পাঠাচ্ছি। দিদিকে দু-বার দু-জনরা দেখেও গিয়েছে। কিন্তু টাকাপয়সা চাওয়ায় আটকে যায়। কোথা থেকে দেব বলুন!

পুলক কোনোমতে বলতে পারল, দেখাশোনা চলছে তাহলে অনেকদিন ধরেই। পুলক প্রায় বিশ্বাস করতে পারছে না। এতবড়ো একটা ব্যাপার এতদিন ধরে চলছিল তার সম্পূর্ণ অজান্তে।

সিতু বলে চলল, দিদি বিএ পাস করে বসে আছে, সকালে দুটো টিউশনি, সন্ধেবেলায় একটা। এইভাবে কী জীবন চলে বলুন?

পুলক একটু একটু করে শক্তি সঞ্চয় করছে। বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাত্রপক্ষের সঙ্গে পাকা কথা হয়ে গিয়েছে?

সিতু বলল, হ্যাঁ। পাকা, পাকা। বললাম না, ওঁরা গেল রোববার এসে ফাইনাল কথা দিয়ে গেলেন। ছবি দেখেই পছন্দ হয়েছিল। দু-দিন এসেছিলেন দিদিকে দেখতে। আসলে আমাদের বাড়িঘর এসব দেখলেন আর কী।

পুলক বলল, ছেলে এসেছিল?

সিতু বলল, হ্যাঁ গত রবিবারই। ছেলে তো দিদির মতোই চুপচাপ। কথাই বলে ন। বলতে বলতে হেসে গড়াল সিতু। দরজার কাছে চায়ের কাপ আর বিস্কুটের প্লেট হাতে দেখা দিলেন চপলবাবুর স্ত্রী। রোগা ক্ষয়াটে চেহারা। থান কাপড় পরনে। হাতের শিরা উঠে আছে। কপালের লম্বা শিরাও দেখা যায়।

পুলক ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। আসুন, আসুন। আপনি কেন কষ্ট করে...

আসলে কী বলতে হবে পুলক ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। বলল, অপনার শরীর এখন একটু ভালো আছে তো?

মহিলা বললেন, আমার আর ভালো। বলে মহিলা সিতুর পাশে খাটে বসলেন। সিতু মায়ের হাত থেকে চা আর বিস্কুট নিয়ে পুলকের সামনে টেবিলে রাখল। মহিলা বললেন, শুনেছ তো। সিতু, বলেছিস?

পুলক বলল, খুব ভালো খবর তো।

কথাটা বেশ জোর দিয়েই বলতে হল পুলককে। ভিতরের দমে যাওয়াটা সঙ্গে সঙ্গে একটা কেমন হতবুদ্ধি ভাবও তার দেখা দিচ্ছে। মহিলা বললেন, দ্যাখো, ওদের বাবা চলে যাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর বলতে গেলে তুমিই তো এই আমার মেয়েদের অভিভাবক। তোমার কথা আর মুখে কী বলব! ওনার হাসপাতালে যাওয়ার সময় থেকেই তুমি যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছ! বলে আঁচলের খুঁট তুলে মহিলা তাঁর চোখের কোণ মুছলেন। তাঁর গলা ধরে এসেছে। সিতু হাত রেখেছে তার মায়ের কাঁধের ওপর। মা, মা। ওরকম কোরো না। শরীর খারাপ করবে। পুলকদা তো সব বোঝেন। ওঁকে তো বলার কিছু নেই।

মহিলার চোখ দিয়ে দুটি ফোঁটা গড়িয়ে নামল শুকিয়ে যাওয়া হনু উঁচু হয়ে থাকা গালের ওপর দিয়ে। তিনি ধরা গলায় বললেন, তোমাকে তো সত্যিই বলার কিছু নেই।

এইসময় বাণী এসে দাঁড়াল দরজায়। তার দৃষ্টি পুলকের দিকে নয়। মায়ের দিকে। মা, মা, ওরকম করতে নেই। তোমার হার্টের ওপর চাপ পড়বে।

ঘরে এখন পুলক ছাড়া দুই মেয়ে আর মা। দুই মেয়ে মায়ের দু-পাশে। বাণী বলল, অত চিন্তা কোরো না মা।

সিতু বলল, কেন এত ভাবছ মা। তুমি এখন অসুস্থ হয়ে পড়লে কী হবে বলো তো! পুলকদা তো আছেন। উনি তো আমাদের গার্জেনের মতো।

পুলক বলল, আপনি অত ভাবছেন কেন? আমি তো আছি। মহিলা অকুলে কুল পাওয়ার মতো তাঁর শুকনো শুকনো হাত দুটি বাড়িয়ে পুলকের হাত ধরলেন। মহিলা কান্না চাপছেন বলে তাঁর উঁচু হয়ে থাকা কণ্ঠ ওঠানামা করছে আরও জোরে। দুই মেয়ে দু-পাশ থেকে মহিলাকে মা, ও মা বলে যাচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমাগত। কিছুতে কিছু নেই, কোথা থেকে কী হয়ে যাচ্ছে পুলক ভালো বুঝতে পারছে না যেন। সে কোনোমতে বলল, আপনি শান্ত হোন। বললাম না, আমি তো আছি।

বাণী বলল, মা তুমি ঘরে চলো। আজ দুপুরে ওষুধটাও খেলে না। ঘুমোলেও না। চলো, ঘরে চলো। বলতে বলতে মাকে ধরে ধরে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বাণী।

পুলক সিতুকে বলল, নগদ কিছু চেয়েছে?

সিতু জিভ কাটল। না, না। একেবারেই না। কিছু চায়নি।

পুলক বলল, গয়নাপত্র?

কিচ্ছু না। কিচ্ছু না। কোনো দাবি নেই। পাত্র রেলে কাজ করে। পৈত্রিক বাড়ি। আমি আর পিসেমশাই গেছিলাম একদিন, দেখে এসেছি। দোতলা বাড়ি। ছেলের বাবা পোস্টমাস্টারের চাকরি করেন। ভালো ফ্যামিলি।

তাহলে তোমরা এত চিন্তা করছ কেন? পুলক বলল।

সিতুর চোখেমুখে চিন্তার ছাপ ফুটে ওঠে। চিন্তা করব না পুলকদা? বিয়ে বলে কথা। আমাদের ক্যাপাসিটি তো আপনি জানেন। বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে সিতু। চেয়ারের ধারে দাঁড়িয়েছে। কোথা থেকে কী ব্যবস্থা হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি না থাকলে হবে না পুলকদা। পুলকের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সিতু। সিতুর হাতখোঁপা ভেঙে চুল কাঁধে-পিঠে ছড়িয়ে গিয়েছে আবার। পুলক সেই চুল থেকে একটা ঘ্রাণ পাচ্ছে। পুলক হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সিতুর হাত ধরল। ধরে বলল, চিন্তা কোরো না। যা দরকার আমাকে বোলো।

সিতু বলল, আপনার চা ঠান্ডা হয়ে গেল পুলকদা। আর-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক কাপ করে আনি।

পুলক বলল, না, না। কোনো দরকার নেই। আমি ঠান্ডা করে খাই।

সিতু বলল, না, এটা খাবেন না আপনি।

গলায় কর্তৃত্বের সুর। বাণীর গলায় যে কর্তৃত্ব জীবনে শোনেনি পুলক। পুলক কাপটা টেবিল থেকে নিতে যাচ্ছে, দ্রুত চেয়ারের পাশে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে ঝুঁকে পুলকের ওপাশে রাখা টেবিল থেকে কাপ তুলে নিয়ে নুয়ে পড়ল সিতু। কাপ তুলেও নিল। এই ঝুঁকে যাওয়া আর কাপ তুলে নেওয়ার মাঝখানে একবার পুলকের নাকে ঘষে গেল সিতুর বুক। পুলক কেঁপে উঠল সেই স্পর্শে। ভিতরে কিছু পরেনি সিতু।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

কিন্তু সেই এক মুহূর্তের ছোঁয়া যে বাস্তবিকই অ্যাকসিডেন্ট সেকথাও পরবর্তী দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে বুঝে গেল পুলক। বিয়ে হয়ে গেল বাণীর। পাত্রকে বিয়ের দিনই দেখল পুলক। খুবই ভালোমানুষ গোছের একটি ছেলে। বেঁটেখাটো। কথায় কথায় বাবার দিকে তাকায়, বাবা যা বলার বলে দেন। অষ্ট-মঙ্গলায় এল বাণী বরকে নিয়ে। বাণীকে দেখাচ্ছে খুব সুন্দর। কিন্তু আগের মতোই চুপচাপ। আর বাণীর বরের সঙ্গে এসেছে তার দিদি। বর প্রতি কথায় দিদির দিকে তাকায়। দিদি-ই উত্তর যা দেওয়ার দেয়। পুলক চুপচাপ দুপুরে খেয়ে বাড়ি চলে এল। দশ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। পুলক ভেবেছে, হবেই। বাণীকে, বিয়ের ঠিক আগে আগে, আর মাত্র একটা দিন পেয়েছিল পুলক। পুলক আগে থেকে বলে দিয়েছিল দুটো জিনিস। এক, দশ হাজার সে দিতে পারবে। টাকাটা নিয়ে যাবে একটা রবিবার। দুই, যে রবিবার টাকাটা দিতে যাবে, সেদিনটা যেন বাণী ফাঁকা থাকে। পুলকের কিছু কথা আছে। পুলকের একথা বলার কারণ, সিতু যেদিন বাণীর বিয়ের খবরটা দেয় তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই আর বাণীকে একা পাওয়া যাচ্ছিল না। রোজই সিতু থাকছিল। একদিন সিতু বাড়ি ছিল না। সেদিন সারাক্ষণ ঝিন্টি শিন্টি ঘরের মধ্যে ঘুর ঘুর করে গেল। পুলক বুঝেছিল, যেটা আগে কখনও ঘটত না সেটা রোজ যখন ঘটছে তখন নিশ্চয়ই সেটা ইচ্ছে করেই ঘটানো হচ্ছে। তাই টাকাটা দেওয়ার দিন পুলক বাণীর সঙ্গে একা কথা বলার শর্ত আরোপ করে দিল। বাণী বলেছিল, তাহলে কালই আসুন। পুলক বলেছিল, কাল তো রবিবার নয়। আমি রবিবারে আসব। কথা আছে।

কথা অবশ্য কিছু ছিল না পুলকের। সেদিন সারা বাড়ি আবারও ফাঁকা। সিতুর চিহ্নমাত্র নেই। ঝিন্টি-শিন্টি কোথায় কেউ জানে না। পুলক ঘরে ঢোকার পর গায়ে গামছা দিয়ে দরজার আঁট হওয়া খিলটা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিল বাণী। পুলক বুক পকেট থেকে কন্ডোমের প্যাকেটটা বার করে টেবিলে রেখেছিল।

কিছুক্ষণ পরে সংযুক্ত অবস্থায় থাকার সময় পুলক জিজ্ঞেস করেছিল এতবড়ো...একটা ব্যাপার...ঘটিয়ে ফেললে...

বাণী বলেছিল ক্ কী? কী-ই-ই ব্যাপার।

এই... বি...য়ে...টা...কিছু বল...লেই না আ...মা...কে

বাণীর চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছিল। আমি জানতাম না। বিশ্বাস...করু...উ...ন। সিইতু আর পিসে...মশা... ই। বিশ্বাস করুন।

এসব সময় কান্নাকাটি শুরু হলে ব্যাপারটা মাটি হয়। পুলক সেটা আন্দাজ করেই সামলে নিয়েছিল। তবে ওই প্রশ্নটার পর বাণীর সাড়া দেওয়া কমে গিয়েছিল সেদিন। সেদিন মানে পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ওদের মধ্যে কোনোদিন হয়নি। হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। পুলক জানত। পুলক নিজেকে বোঝায়, এতদিন পর একটা বড়ো অঙ্কের ট্যাক্স দেওয়ার দায় ছিলই আমার। সেটা দিয়ে দিলাম। ধীরে ধীরে রবিবার যাওয়া একেবারে বন্ধই হয়ে গেল পুলকের। বাণীকে খানিকটা ইমপ্রেস করার জন্য সাহিত্যের বইটই পাঁচ-দশখানা কিনেছিল পুলক। তাদের জেলা শহরের লাইব্রেরি মেম্বারও হয়েছিল। এখন জেলা শহরে যাওয়া হয় শুধু নতুন দোকানটার দেখাশোনা করতে। হারুকাকাকে ওই দোকানটার ভার দিয়েছে বাবা। হারুকাকা সকাল নটায় গিয়ে দোকান খোলে। হারুকাকা আর হারুকাকার ছেলে দু-জনে দোকানটা দেখে। সপ্তাহে দু-দিন করে বাবার সঙ্গে দেখা করে হিসাব দেয়। বাবা হিসেবপত্রের ব্যাপারে খুব কড়া। পুলক মাঝে মাঝে জেলাশহরে যায় সব ঠিকঠাক চলছে কি না দেখতে। জেলা শহরের লাইব্রেরির দুটো বই তার কাছে রয়ে গিয়েছিল। একদিন চিঠি এল। ফাইন টাইন দিয়ে সে বই দু-খানা ফেরত দিয়ে আসার সময় পুলক ভাবল, বাণীর কাছে দু-চারজন লেখকের নাম, অথবা দু-খানা বইয়ের নাম বলতে পারার জন্যই লাইব্রেরি-টাইব্রেরি এতসব। নইলে পুলকের কী দরকার পড়েছে এসবে।

বাণীর কথা মাঝেমাঝে মনে পড়ে পুলকের। বাণী এমনিতেই খুব চুপচাপ ছিল। কিন্তু এক একদিন, ওই সময়টায়, হঠাৎ হয়তো ঘাড়ের কাছটায় কামড়ে দিল। যা পুলকের বউ কখনও করেনি। বাণীকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে বলতে, বাণীর ওই কামড়ে দেওয়াটা মনে পড়ে। তখন চাপা একটা রাগ হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলকের। সত্যিই কি বাণী কিছু জানত না। তার জন্য পাত্র দেখা হচ্ছে, তার ফোটো পাঠানো হচ্ছে, পাত্রপক্ষ দেখতে আসছে দুবার, কখনও তিনবার—আর বাণী জানত না? এ কখনও হতে পারে? ওই অবস্থায় কাঁদতে শুরু করল বলে পুলক আর চাপাচাপি করেনি কিছু জানার জন্য। কারণ, পুলক জানত এরপরে আর বাণীকে কখনও পাবে না। আজকের দিনটাই বাণী শেষবার ধরা দিচ্ছে। তাও সেটা ঘটত না। পুলক টাকাটার সঙ্গে বাণীকে একলা পাওয়াটা জড়িয়ে দিয়েছিল বলে বাণী অজুহাত দেখাতে পারেনি। নইলে পাকা কথা হয়ে যাওয়ার পর রোজই তো ঘরে সিতু বসে থাকত। সিতু না থাকলে ঝিন্টি-শিন্টি বারবার ঘরে ঢুকত। কই, তার আগের দু বছর তো পুলক সবসময় একলাই পেয়েছে বাণীকে। রবিবারে। আত্মীয়-কুটুম এসে পড়ল, সে অন্য কথা। পুলকের ফাঁকা লাগে। ফাঁকা লাগাটা পুলক টের পায় দোকানে বসে। ট্রেনে করে জেলা শহরে যাওয়ার সময় টের পায়। ট্রেনে উঠলেই এখনও পুলকের কেমন অন্য অন্য কথা মনে হয়। মনে হয়, ট্রেনে উঠেছি মানেই বাণীর কাছে যাচ্ছি। আর ট্রেনে পুলককে প্রায়ই উঠতে হয়। কারণ জজ কোর্টে ছোটোখাটো মামলা থাকে। পুলকদের তিনটে বাড়ি আছে টাউনে। সব ভাড়াটে বসানো। তিনঘর করে ভাড়াটে দু-বাড়িতে। একটা বাড়ির একতলা দোকান ঘরকে ভাড়া দেওয়া, দোতলা-তিনতলায় ব্যাংক। কারও না কারও সঙ্গে খুঁটিনাটি মামলা লেগেই থাকে। সেসব মামলার তদবির করতে যাওয়া। হারুকাকা দোকান কেমন চালাচ্ছে, সেটাও দেখতে হয়। তাই ট্রেনে ওঠা জরুরি। ট্রেনে উঠলেই একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চেষ্টভাব পেয়ে বসে পুলককে। এই ফাঁকা জায়গাটা বেশিদিন রইল না। সেই ফাঁকা জায়গাটায় ঢুকে বসে পড়ল একটা প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু কী প্রতিশোধ নেবে পুলক। ফাঁকা লাগে। নিশ্চেষ্ট একটা ভাব জন্মায়। কাজ করতে ইচ্ছে করে না করার মাঝখানে এসে ঢুকে পড়ল একটা জ্বালা। জ্বালা অবশ্য হঠাৎ এল, তা নয়। একটা ঘটনা থেকে এল। খুবই তুচ্ছ ঘটনা। জজ কোর্টের চত্বরে পুলকদের উকিল হাঁটছে। উকিলের একপাশে তার মুহুরি হাঁটছে, অন্য পাশে হাঁটছে পুলক। হঠাৎ পুলকের চোখ পড়ল উলটোদিক থেকে আসা এক যুবকের চোখে। যুবক একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পুলকের দিকে। দৃষ্টিটা কেমন একটা লাগল পুলকের। একে কি আগে কোথাও দেখেছে পুলক? মনে পড়ল না। কাজের কথায় ফিরে গেল পুলক। উকিলের সঙ্গে কাজ মিটিয়ে যখন জজ কোর্ট থেকে বেরোচ্ছে তখন আবার যুবকটির মুখোমুখি হয়ে পড়ল। এবার পুলক নিশ্চিত হল, যুবকটি তাকে চেনে। যুবকটি তীক্ষ্ণ তাকিয়ে থাকা থেকে ধরা যায় যে যুবকটি পুলককে অন্য সকলের থেকে আলাদা করছে। দু-জন, দু-জনকে পেরিয়ে চলে গেল। পুলকের সঙ্গে ছিল হারুকাকার ছেলে। সে বলল, লোকটা কে দাদা? আপনার চেনা বুঝি? পুলক অন্যমনস্কের মতো বলল, কোন লোকটা? হারুকাকার ছেলে বলল, ওই যে চলে গেল, এখুনি। উকিলবাবুর সঙ্গে যখন যাচ্ছিলাম আমরা তখনও লোকটা আপনাকে দেখছিল।

পুলক বলল, কী জানি। হবে হয়তো। আমি দেখিনি। পরের লোকালটা যেন ক-টায়? হারুকাকার ছেলে বলে, তিনটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চাশ। ওটা ধরবেন কেন। দোকানে বসে একটু জিরিয়ে যান দাদা। পাঁচটার ট্রেনে যাবেন।

পুলক বলে, না এখনই যাই। পাঁচটার ট্রেনে ভিড় বেশি হবে। এখনই উঠে যাই রিকশায়। তুই হারুকাকাকে বলে দিস। স্ট্যান্ড ছেকে রিকশা নিয়ে নিল পুলক। ট্রেনে ভালো বসার জায়গা পেল। জানলার ধারে। কারণ, এই লোকাল ট্রেন জেলা শহরের জংশন স্টেশন থেকেই ছাড়ে। ট্রেন চলতে শুরু করার পর আচমকা কোর্ট চত্বরে দেখা যুবকটিকে মনে পড়ল আর তাকে চিনতে পারল পুলক। বাণীদের পাড়ায় থাকে। বেশ কয়েকবার বাণীদের বাড়ি থেকে বেরোবার সময় এর সঙ্গে রাস্তায় মুখোমুখি হয়েছে। বাণীদের টাউনে স্টেশন চত্বরে একে দেখেছে। বউ-বাচ্চা নিয়ে তার সঙ্গে একই ট্রেনে উঠছিল। দৃষ্টিটা কেমন যেন। আজকে খুব কম সময়ের মধ্যে দু-বার দেখা হয়ে গেল। দ্বিতীয়বারের দেখাটা বেশি করে মনে পড়ছে পুলকের। কারণ, প্রথমবার সে উকিলের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত ছিল। দ্বিতীয়বার, ফেরার পথে, হারুকাকার ছেলে পুলকের সঙ্গে ছিল মাত্র। পুলক কোনো কথা বলছিল না। ফলে, দ্বিতীয়বারের দৃষ্টিটা স্পষ্ট মনে আছে। কেমন একটা ব্যঙ্গ বা উপহাস মেশানো দৃষ্টি ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসির আভাস ছিল কি! কোনো ভুল নেই। ছিল।

মানে, বাণীর ব্যাপারটা জানে। বা আন্দাজ করে। অনেকদিনই করত। পুলক ভাবল কে একটা অচেনা লোক, একে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ। কিন্তু, বারবারই ওই দৃষ্টিটা মনে পড়তে লাগল পুলকের। আর বাণীর জন্য ফাঁকা লাগা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গাটা ভরে তুলতে লাগল একটা জ্বালার বোধ।

একদিন, দুপুরের দিকে পুলক দোকানে বসে আছে, দেখল, দোকানে ঢুকছে একটি মেয়ে। সিতু। সোজা পুলকের দিকে এগিয়ে আসছে। মুখটা শুকনো। চুল উড়ে পড়েছে কপালে, সম্ভবত ট্রেনের হাওয়ায়। পুলক অবাক, আরে, এসো। অ্যাই টুলটা এদিগে দে।

একজন কর্মচারী টুলটা এগিয়ে দিল। সিতু বসল। কী খবর সিতু? কেমন আছ? বলো?

সিতু প্রথম কথাটাই বলল, মা হাসপাতালে ভরতি।

পুলক বলল, সে কী! কোন হাসপাতাল?

আমাদের টাউনের হাসপাতাল। মা বোধহয় বাঁচবে না আর পুলকদা!

বলতে বলতে সিতুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। মুঠো করা রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মুছে নিল সিতু। নাকে ঠেকাল একবার।

পুলক বলল, সে কি! তাই কখনও হয়। তুমি বাড়ি চলে যাও। আজ রবিবার আছে। আমার ওবেলা বন্ধ। দুপুরের ট্রেনে আমি যাচ্ছি। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব। চা খাবে?

না। বাড়িতে গিয়ে ঝিন্টি-শিন্টিকে রেঁধে দিতে হবে।

পুলক বলল, বাজার হয়েছে?

মুখ নিচু করে সিতু বলল, না।

এখন হারুকাকা নেই। কে দেখল না দেখল পরোয়া করে না পুলক। ক্যাশ বাক্স খুলে দুটো একশো টাকার নোট বাড়িয়ে ধরল। ধরো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিতু শক্ত হয়ে বসে আছে। হাত বাড়াচ্ছে না।

পুলক বলল, নাও। ধরো। পরে আমাকে দিয়ে দিয়ো। এখন তো কাজ চালাও।

সিতু মুখ নীচু করে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল। কাঁধের ব্যাগের চেনটা খুলে ছোটো ব্যাগ বার করল। একসঙ্গে ভাঁজ করে ঢোকাতে শুরু করল নোট দুটো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয়

সে-যাত্রায় হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে আসতে পারলেন সিতুর মা। আর রবিবার করে পুলকের যাওয়া শুরু হল আবার।

সিতুর মা যে দিনদশেক হাসপাতালে ছিলেন, পুলককে একটু সতর্ক থাকতে হয়েছে। কারণ বাণী যদি দেখতে আসে। বাণী তো আসবেই। এসেওছে। পুলক হাসপাতালে শুধু প্রথমদিনটা ছাড়া মোটেই বেশিক্ষণ থাকেনি। যে কোনো কারণেই হোক বাণী সেইদিনটা ছিল না। পুলক বলে এসেছিল সিতুকে, আমার পক্ষে তো হাসপাতালে আসাটা মুশকিল। দোকান খোলা থাকে। পারলে সন্ধের দিকে তোমাদের বাড়ি গিয়ে খবর নিয়ে আসব। দশদিনের মধ্যে দিন তিনেক আগে গিয়েছিল বাড়িতে। শুনেছে, বাণী হাসপাতালে এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করে ট্রেন ধরে ফিরে গিয়েছে। বাণীরও বিয়ে হয়েছে কাছেই। যখনই গিয়েছে পুলক, খালি হাতে যায়নি। সিতুর লজ্জা-সংকোচটা বাণীর চেয়ে কমই। টাকা নিতে তেমন কিন্তু কিন্তু নেই। তবু যেন জোর করেই গুঁজে গিতে হয়েছে পুলককে। পুলক এমন একটা ভাবই দেখিয়েছে। মা-কে যেদিন বাড়ি নিয়ে এল, তার পরের দিন গিয়েছিল পুলক সন্ধেবেলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে সিতু বলল, দিদির বিয়ে যাওয়ার পর আপনি তো আর আসেনই না পুলকদা। মায়ের অসুখ করল, তাই আপনার কাছে যেতে বাধ্য হলাম।

পুলক ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে কী যে বলো। বাধ্য হলাম! আমি তো তোমাদের আপনজন। যখন দরকার হবে, বলবে না? অসুবিধায় পড়লে নিজের লোকের কাছেই তো যায় মানুষ।

বন্ধ গেটের ওপারে পুলক। ভেতরে সিতু। একটা স্ট্রিট লাইট একটু দূরে। সিতুর মুখে তার আলো পড়েছে। সিতু বলছে, নিজের লোকই যদি ভাবেন তাহলে আসেন না কেন? এই যে মা হাসপাতাল থেকে বাড়ি চলে এল। আর তো আসবেন না! তাই না? আসবেন? বলুন? আসবেন না তো! জানি।

পুলকের অসম্ভব একটা আনন্দ হল। এইরকম একটা সন্ধেবেলা এইরকমই গেটের এপারে ওপারে দাঁড়িয়েছিল পুলক আর বাণী। বাণী বলেছিল, এই যে বাবার শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেল, আর তো আপনি আসবেন না পুলকদা। আসবেন কী! জানি আসবেন না!

পুলক বাণীকে সেদিন যা বলেছিল, পুলক দেখল তার মুখ দিয়ে অবিকল সেই কথাগুলোই বেরিয়ে আসছে। আসব আসব! কে বলল আসব না! পরের রবিবারই আসব। তুমি বাড়ি থাকবে তো!

বাণী বলেছিল, থাকব!

সিতু থাকব কথাটা বলল না। বলল, অপেক্ষা করব।

পরের রবিবার থেকে আবার আসতে লাগল পুলক। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু-বছরের মধ্যে বিশেষ কিছু পালটায়নি। ওই জলের ট্যাংকের পাশের রাস্তাটাই ধরে পুলক দুপুরবেলার উঠে যাওয়া বাজারের ভ্যাপসা গন্ধের রাস্তাটা। শুয়োর চরতে তেমনই দেখা যায় জলের ট্যাংকের পিছনে। শুধু তারা মা টেলার্স লেখা সাইবোর্ডটা আর নেই। বুড়োটাকেও দেখা যায় না। বদলে, রাস্তাটা একটু বাঁক নিয়ে মেয়ে-স্কুলের দিকে যেখানে ঘুরে গিয়েছে, বারন্দাটাও তো ঘুরে গিয়েছে—সেই বারন্দার বাকি অংশটায় একটা ক্লিনিক হয়েছে। চন্দ্রা পলিক্লিনিক। সামনে একটা বোর্ড ঝোলে। সেখানে রকমারি ডাক্তারের নাম আর ডিগ্রি লেখা। বারান্দাটা গ্রিল দিয়ে ঘিরে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলেছে ক্লিনিকওয়ালারা। দুপুরে সেখানে কোনো ডাক্তার বসে না। তাই গেটটা তালাবন্ধ থাকে। কিন্তু লুঙ্গি পরা একটা আধবুড়ো লোক বসে বসে বিড়ি টানে। পানের পিক ফেলে। বোঝা যায়, এই লোকটার কোনো কাজ নেই। আগের তারা মা টেলার্সের বুড়োটারও ছিল না, বোঝাই যেত। নিজের যাত্রাপথে এরকম এক-একটা অকর্মণ্য লোক দেখতে পেলে পুলক চনমনে হয়ে ওঠে। কারণ, অকর্মণ্য লোক দেখলেই পুলকের কাজ হয়। আগে বাণীর ক্ষেত্রেও কাজ হত। এখন সিতুর বেলাতেও হচ্ছে। কাজ।

সিতু আবার সারা গায়ে হরেক মাদুলি বাঁধে। প্রথম দিন চোখ বুজে একমনে সিতুর বাহুতে নাক ঘষতে ঘষতে কীসে যেন ঠেকা খেল নাকটা। পুলক চোখ খুলে দেখে একটা তাবিজ। এমনকী বহু কষ্টে রাজি করানোর পর আবিষ্কার করা গেল কোমরেও একটা সুতো বাঁধা। সেই সুতোর মুখে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাদুলি। কী বিরক্তি, কী বিরক্তি। যাক গে, সেসব সামলানো গিয়েছে। বাণীর সময়ে যেমন বইপত্রের একটু খোঁজখবর রাখতে হত পুলককে। সিতুর জন্য সিনেমার খবর রাখতে হয়। কটিপতঙ্গ এসেছে প্রামাণিক টকিজে, রাজেশ খান্না, আশা পারেখ। দেখে এসো। দেব আনন্দের হরেকৃষ্ণ হরেরাম হিট করল কী করল না তাই নিয়ে আলোচনা। সিতু বলল, ওই দাদা-বোনের গল্প সিনেমায় চলে না। 'মেরা নাম জোকার' সিতুর মোটেই ভালো লাগেনি। অতক্ষণ ধরে অত দুঃখের বই দেখা যায় নাকি। তার থেকে ভিক্টোরিয়া নম্বর দো শো তিন অনেক ভালো। নবীন নিশ্চল বলে হিরোটা দারুণ দেখতে। সিতু বাংলা বই দেখে না। জেলা শহরে কাজে গেলে, পুলক স্টেশনের পত্রিকার স্টল থেকে প্রসাদ, সিনেমা জগৎ উলটোরথ এইসব কিনে ব্যাগে রেখে দেয়। বাড়িতে বার করে না। পরদিন ব্যাগটা দোকানে নিয়ে গেল। দোকানে থাকল ম্যাগাজিন। যেদিন যাবে নিয়ে যাবে সিতুর জন্য। একবারে একটার বেশি কেনে না।

পুলকের ছেলে ক্লাস ফাইভ পড়ছে। এইসব ম্যাগাজিনে নানারকম ছবি থাকে মেয়েদের। ওসব দেখা ঠিক না।

সিতুর ক্ষেত্রে খরচটা একটু বেশিই পড়ে বাণীর তুলনায়। কেন না, জড়ামড়ি করতে করতে প্রায়ই সিতু পার্স কেড়ে নেয়। হাসতে হাসতে। তারপর যা টাকা থাকবে সব তুলে নেবে। সে সময়টা পুলকের এখন তখন অবস্থা। পার্সের চাইতে সিতুর দিকে মনোযোগ দেওয়াটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। আর সিতু বাণীর মতো নয় যে কখনও সখনও ঘাড়ের কাছে কামড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবে। সিতু রোজই যেন নতুন। বাণীর তুলনায় অনেক ছোটোখাটো চেহারা। কিন্তু কাজেকম্মে তুলনা হয় না। এখনও হয়েছে, পকেটে একটা পাঁচ টাকার নোট মাত্র নিয়ে ফিরেছে পুলক। সিতুর যুক্তি, টাকা কীসে লাগবে আপনার। রিটার্ন টিকিট তো কাটাই আছে। বাণীর সময়ে, টিকিট কেটে আসত, টিকিট কেটে ফিরত। এখন রিটার্ন কাটে সিতুর পরামর্শে।

এইভাবে দিন যায়, দিন যায়। একদিন মিলিত অবস্থায়, সাড়া দিতে দিতেই, পুলকর কানটা একেবারে মুখের ভিতর নিল সিতু। পুলক, বলা বাহুল্য, আরও দ্রুতগামী হল। সিতু আবার পুলকের মাথাটা ধরে কানটা মুখের কাছে আনল। পুলক ভাবল, আবার ওটা হবে। অর্থাৎ সিতু কানটা মুখের ভিতরে নেবে। এই অনুমানে পুলর আরও অধীর হয়ে উঠতে লাগল, কানের কাছে সিতুর গলা ফিশফিশ করে হাঁপাতে হাঁপাতে কী যেন বলছে। কী বলছে সিতুর গলা?

পুলক শুনল, সিতুর গলা বলছে, আপনি তো দিদির বিয়েতে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন, আমার বিয়েতে কত দেবেন? পুলক আরও বেশি হাঁপাচ্ছে তখন। কোনো মতে বলল তোমার বিয়ে? হোক আগে। তখন দেখা যাবে।

সিতুর হাত আবার পুলকের মাথাটা ধরে বুকের ওপর টেনে আনল। বৃন্তের ওপর চেপে ধরল। পুলক আরও অধীর হওয়ার সময় শুনল, ফিশফিশে করে গলাটা বলছে—হোক না। হচ্ছে।

পুলক তখন সর্বস্বান্ত হওয়ার দিকে পৌঁছোচ্ছে। সর্বস্বান্ত হতে হতে পুলক শুনল কথাটা। অর্ধেক বুঝতে পারল, অর্ধেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝল না। এই মাত্র ঝেঁপে আসা শরীরব্যাপী ক্লান্তি তখন কবজা করে ফেলেছে পুলককে। সিতুর পাশে গড়িয়ে পড়তে পড়তে পুলক ভাবছে, এটা সে কী শুনল। ঠিক শুনেছে তো! এই সময় সিতু পুলকের ওপর ঝুঁকে নড়ে নাকটা একটু জোরে কামড়াতেই পুলক চোখ খুলতে বাধ্য হল।

সিতু বলল, বললেন না তো! দিদির বিয়েতে দশ হাজার দিয়েছেন। আর আমার বিয়েতে?

পুলক কোনোমতে বলল, তোমার বিয়ে কবে?

আর ঠিক দু-মাস পর। বলেই আবার পুলকের কানের লতিটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরল সিতু।

পুলক উঠে পড়ল। উঠে সাবধানে হয়ে চেয়ারটায় গিয়ে বসল। ইতিমধ্যে ঠিক হয়ে নিচ্ছে সিতুও।

পুলক বলল, কবে এসব কথাবার্তা হল?

সিতু ঠিক হয়ে নিতে নিতে বলল, দেখুন না, দিদির শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় ওখান থেকেই সব কথাবার্তা হয়েছে।

পুলক বলল, তোমাকে দেখতে এসেছিল পাত্রপক্ষ? কবে এসেছিল ওরা এ বাড়িতে? আমাকে বলোনি তো?

সিতু বলল, না, না। আমাকে মোটেও দেখতে আসেনি এ বাড়িতে। আমি যে মধ্যে দু-দিন দিদির বাড়ি গিয়ে রইলাম না? জানেন তো?

পুলক নিরুত্তাপ গলায় বলে, হ্যাঁ। বলেছিলে।

সিতু বলল, তখনই তো। একদিন বিকেলবেলা ক-জন লোক এল। দিদি বলল, তোকে দেখতে এসেছে। কী করব বলুন। সামনে যেতেই হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলক বলল, আর তোমাকে দেখেই নিশ্চয় ওদের পছন্দ হয়ে গেল!

সিতু বলল, হ্যাঁ। তাই তো। দেখুন না। কী মুশকিল।

পুলক চুপ করে টেবিল থেকে একটা সিনেমার পত্রিকা তুলে ওলটাচ্ছে। একই ঘর। একই টেবিল। শুধু সুবোধ ঘোষ বা তারাশঙ্করের বদলে উলটোরথ বা প্রসাদ। একই বিছানা। শুধু একজনের বদলে আর-একজন।

সিতুর কী মনে হল। হঠাৎ এগিয়ে এল। এসে গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আপনি রাগ করলেন?

পুলক বলে না তো!

তাহলে কি দুঃখ পেলেন?

পুলক আবার বলে, না তো।

সিতু বলে; সে কী! আমার বিয়ে হয়ে যাবে আর আপনি তাতে দুঃখ পেলেন না। খুব খারাপ কিন্তু! আপনি আমাকে একটুও ভালোবাসেন না তার মানে? শুধু দিদিকেই ভালোবাসেন।

পুলক একটু হাসার চেষ্টা করল। না-আ। আসলে একটু অবাক হলাম। বিয়ে যে তোমার হবে একদিন তা তো জানতামই। হঠাৎ শুনে একটু অবাক হলাম।

সিতু বলল, আমি একটু আসছি। আপনার পার্সটা দিন তো। ঝিন্টিকে মায়ের ওষুধ আনতে দিতে হবে। তারপর আপনি তো সেই পরের রবিবার আসবেন। সারা সপ্তাহের বাজার আছে। দিন।

পুলক টেবিল থেকে পার্সটা তুলে দিয়ে দিল। নিয়ে বেরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল সিতু।

এইরকমই করে। একটা নতুন কিছু না। কিন্তু পার্স নেয়, নিক। আজ মনে হচ্ছে, সিতু পুলকের হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে নিয়েছে। পুলক ভাবল, 'ভালোবাসা' শব্দটা সে একবারের জন্যও কখনও শোনেনি বাণীর মুখ থেকে। পুলক নিজেও কখনও বলেনি। বলবার দরকারই হয়নি। যেটুকু দরকার থাকত পুলকের, সেটা বাণী মিটিয়ে দিত। যেটুকু দরকার থাকত বাণীর, সেটা পুলকের পার্স মিটিয়ে দিত। ভালোবাসার কথা ওঠেনি কখনও। সিতু মাঝে মাঝে কথাটা বলে। সবসময়ই দিদির সঙ্গে তার নিজের তুলনা করার সময় ভালোবাসা কথাট আনে সিতু। নইলে আনে না।

অথচ সিতু পুলকের কাছে হৃৎপিণ্ডই যেন। পুরো সপ্তাহটা পুলক এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। বাণীর সময়ও থাকত। কিন্তু বাণী কাজেভদ্রে সাড়া দিত। সিতু সাড়া দিয়েই আছে। পুলক ভাবল, কত দেওয়া যায়। সিতু কত দাবি করবে।

সব মিলিয়ে পঁচিশ দিতে হল পুলককে। তিন বারে। প্রথমে পনেরো হাজার। তারপরে দু-বার পাঁচ পাঁচ করে। একেবারে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে জিনিসটা মিটে যাবে ভেবেছিল পুলক। বাণীর সময় দশ দিয়েছিল। তাই এবার পনেরো এনেছিল। মিটে গেল। কিন্তু পুলকের এই ভাবনাটা খাটল না সিতুর জন্য। বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে, পুলককে একথা জানিয়ে দেওয়ার পরেই, বাণী পুলকের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল। অন্তত যেতে চেয়েছিল। যেদিন টাকা দেব, সেদিন তুমি একা থাকবে এই শর্ত করিয়ে তবে বাণীকে আরও একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিন পুরোপুরি পাওয়ার ব্যবস্তা করতে হয়েছিল পুলককে। কিন্তু সিতু মোটেই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল না। শুধু বিয়ের সে দু-মাস বাকি রয়েছে, তার মধ্যে একটা দুটো করে রবিবার বাদ দিতে লাগল। দিদি আসবে। আমি দিদির ওখানে যাব, এইসব কথা বলে। এগুলো তো চেনা পুলকের। কিন্তু যেটা চেনা নয়, সেটাও ঘটল এবার। রবিবার তো দিদি আসবে বলার পরে যখন পুলক থমথমে হয়ে গিয়েছে অজান্তেই—তখন সিতু বলল, আপনি বেস্পতিবার আসতে পারবেন? বেস্পতিবার? দেখুন না। আমি থাকব।

এসব শুনলে পুলকের রক্ত কেমন মেল ট্রেনের মতো ছুটতে থাকে। দোকান থাকে তো? অসুবিধে। কখন। সিতু পুলকের পার্সটা খুলতে খুলতে বলল, দুপুরে, দুপুরে। যেমন আসেন।

দোকান কর্মচারীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দৌড়োতে লাগল পুলক। পুলক জানে, আর দুটো মাসও নেই হাতে। তারপর সিতুকে আর পাবে না পুলক। মাঝে মাঝে চান করার সময়, সিতুদের বাড়ি থেকে ট্রেনে বাড়ি ফেরার সময় এক-এক ঝলক ভাবনা আসে। ক-দিন পর থেকে সিতুকে আর পাব না। আর পাব না ভাবলেই ভিতরটা ছটফট করতে থাকে। কিন্তু, এইসময়টা এমন হল, কোনোদিন হয়তো সন্ধেবেলা বেরোচ্ছে পুলক সিতুদের বাড়ি থেকে— গেটের দিকে চলেছে, আগে পুলক পরে সিতু—পিছন থেকে সিতু বলল, পরশুদিন আপনার খুব কাজ? পরশুদিন আসতে পারেন না?

পুলক ঘুরে তাকাল। সেই স্ট্রিট লাইটের আলোটা সিতুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে পড়েছে। চোখ দুটো দেখা যায়। তাকানোটা জ্বলজ্বল করছে। সিতু বলছে, পরশু? কেমন?

দোকান টোকানের কথা তুলতেই পারল না পুলক। পরশু দিনের জন্যই যেন এখন রওনা হচ্ছে। এই উৎসাহ নিয়ে সেই মুহূর্তেই রওনা হল স্টেশনের দিকে। বিয়ের আগের এই দু-মাস যে পুলকের আসাটা ঘন ঘন হতে লাগল—খরচটাও বাড়তে লাগল সেই অনুপাতে। পুলক পার্স ভরে আনত। আর খালি করে ফিরে যেত। কিন্তু সেটা তো দৈনন্দিন বাজার খরচ, ওষুধ খরচ, বোনদের পড়াশোনার খরচের মধ্যে চলে যাচ্ছে, যেমন এতদিন গিয়েছে। বিয়ের জন্য যে আলাদা টাকা, সেটাও ওইসব দিনেই ঠিক হত যে, আরও দশহাজার দিতে হবে। পুলক পারল না। পাঁচ হাজার এনে দেব বলল। দিলও। কিছুদিন পরে আবার সাত হাজার দরকার পড়ল। এবার দিতেই হবে। পুলক এবারও পাঁচ হাজারই দিল। কী করবে! কোথাও তো একটা হিসেব দেখাতে হয় পুলককে। বাবা খুবই গম্ভীর। পুলকের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় নেই বললেই হয়। পুলক ভাবে, আর তো একমাস। আর তো তিন সপ্তাহ। আরা তো দু-হপ্তা। তারপর সব ম্যানেজ করে নেব।

সিতুর বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পরের দু-মাসে যেহেতু ঘন ঘন আসতে লাগল পুলক, অর্থাৎ সপ্তাহের প্রায় সব দিনগুলোতেও আসতে লাগল, আর-একটা জিনিস চোখে পড়ল পুলকের। আগে শুধু রবিবারে আসত আর একটা ঘরে ঢুকে পড়ত, সেই ঘরটা থেকেই বেরিয়ে চলে যেত চুপচাপ। বাণীর সময় থেকেই এটার চল ছিল। সিতুর বিয়ের ব্যাপারটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক হয়ে যাওয়ার পর পুলক দেখল, মোটেই বাণীর মতো ব্যবহার করছে না সিতু। বরং যেন পুলকের আরও ঘনিষ্ঠ আরও কাছের হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে যখন তখন ঝিন্টি আসছে। এসে দরজায় টোকা দিচ্ছে। ডাকছে, মেজদি-ই। তখন হয়তো পুলকের সঙ্গে খুবই ব্যস্ত সিতু। কিন্তু সিতুর কোনো হেলদোল নেই। বলছে, তুই যা। আমি একটু পরে আসছি। গলা উঁচু করে বলছে। এবং পুলকের তলা থেকেই বলছে। ঝিন্টি ফিরে যাচ্ছে। আধঘণ্টা পরে সিতু দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকছে ঝিন্টি। ঝিন্টি এদিকে আয়। ঝিন্টি আসছে, নীচু গলায় কিছু বলছে। সিতুর গলা শুনছে পুলক, ও আচ্ছা। দাঁড়া। সিতু ঘরে ঢুকছে। বাইরে ঝিন্টি। সিতু পুলককে বলছে, আপনার পার্সটা দিন তো। বা কখনও বলছেও না। পার্সটা নিজেই তুলে নিচ্ছে। খুলে দরকার মতো টাকা বের করে ঘরের বাইরে গিয়ে ঝিন্টিকে দিচ্ছে। ঝিন্টি চলে যাচ্ছে। কোনোদিন হয়তো সুতোর মতো জড়াপলটা লাগতে শুরু করেছে দুজনের মধ্যে, হঠাৎ দরজার বাইরে ডাক, মেজদি-ই। পুলকের বাহুবন্ধনের ভিতর থেকেই উঁচু গলায় সাড়া সিতুর। যাচ্ছি-ই। দাঁড়ান একটু পুলকদা। বলে খুলে রাখা ম্যাক্সিটা আবার গলিয়ে নিয়ে দরজা খুলছে। নীচু স্বরে ঝিন্টি কিছু বলছে। সিতু ঘরে ঢুকে পার্স থেকে টাকা নিয়ে ঝিন্টির হাতে দিয়ে দরজা আবার বন্ধ করে ফিরে আসছে পুলকের কাছে। পুলককে 'নিচ্ছি পুলকদা'-ও বলছে না। আর পুলক ভাবছে, আর তো দেড় মাস। আর তো এক মাস। আর তো তিন সপ্তাহ। দু-সপ্তাহ আর। পুলক ভাবছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলক একটা জিনিস খেয়াল করেছে, দরজার বাইরে ঝিন্টির গলায় ওই 'মেজদি-ই' ডাকটা শুনলেই তৎক্ষণাৎ একটা অসম্ভব রাগ চড়ে বসে পুলকের ঘাড়ে। ঘাড়-কাঁধ টনটন করতে থাকে। পুলক এমনিতে রাগি লোক নয়। কিন্তু, ঝিন্টির গলাটা একেবারে সহ্য করতে পারে না। সেটা কি এইজন্য যে, পুলকের কাজের সময় বাধা পড়ে এই ডাকটাতে? কারণ, পুলক তো এই একটা কাজেই আসে এখানে? অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। কারণ, হিসেব তো আজকল আর মিলিয়ে উঠতে পারে না পুলক। গোঁজামিল দিয়েও পারে না। তা ছাড়া দুপুরে খেয়ে শুয়ে পড়া স্বভাব পুলকের। তারপর বিকেলে দোকান খোলার রুটিন কাজ। সেখানে পুলক দোকান থেকে বাড়ি এসে চান-খাওয়া সেরে রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে প্রায়ই। যেন ভূতে ধরেছে পুলককে। পুলক যে প্রায়ই বিকেলে দোকানে বসছে না, কর্মচরীরাই চালাচ্ছে সে খবরও তো বাবার কানে গিয়েছে। এত ঝক্কি নিয়ে পুলক যে-কাজে আসছে, সে-কাজে যদি বাধা পড়ে রাগ তো হবেই।

কিন্তু পুলক এরই মধ্যে ভেবে দেখেছে, রাগ হওয়ার একটা কারণ সেই বাধা পড়া। ঠিকই। কিন্তু বাধাটা তো সাময়িক। যেটা পুলকের গায়ে লাগে সেটা অন্য একটা জিনিস। বাণীকে টাকা দিতে হত। সিতু টাকা নিয়ে নেয় পার্স খুলে। তার মধ্যে একটা কোথাও আবদারের ভাব বজায় রাখে সিতু। পুলক জানে, ওই আবদার করা বা আদুরে ভাবটা হয়তো সবটাই আসল নয় সিতুর। কিছুটা দেখানো। তবু, সিতুকে তো পুলক পুরোপুরি পায়। তখন তো বোঝে পুলক, অন্তত সেই সময়টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিতু পুরোপুরি পুলকের। যেমন বাণীর ব্যাপারেও বুঝত। তবে বাণী আর সিতুর তুলনা হয় না। সিতুকে হারানো মানে বাণীর তুলনায় অনেক বেশি হারানো। সুতরাং সিতু নিতে পারে পুলকের কাছ থেকে। সিতু নিক। সিতু যেমন নেয়, তেমন সিতু দেয়ও। কিন্তু সিতুর বাড়ির অন্য কেউ এসে যখন তখন এইভাবে বলবে কেন? কী আশ্চর্য! পুলক যে টাকা দেয়, সিতুকে, বাণীকে যে দিত— সে তো তাদের সংসারের দরকার বলেই দিত। বা এখনও দেয়! তাহলে সিতুর বাড়ির কেউ এসে যদি সিতুর কাছে চায়, আর সিতু সঙ্গে সঙ্গেই পার্স খুলে টাকা নিয়ে তাকে দিয়ে দেয়, এক্ষেত্রে ঝিন্টিকে তাহলে পুলকের এত রাগ হয় কেন? পুলক ভাবে। কিন্তু কারণ খুঁজে পায় না। আর পুলক খুব একটা ভাবার সময়ও পায় না। কারণ, সিতু চলে যেতে বসেছে। সিতু চলে যাবে। তার আগে যে কয়েকটা দিন সিতুকে পাওয়া যায়, তাই নিয়েই ব্যস্ত পুলক। পুলকের কোনোদিকেই খেয়াল নেই শুধু মাঝে মাঝে একটু চোখে পড়ে, ঝিন্টি এই দু-তিন বছরে অনেকটা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। ঝিন্টিকে বাণীর মতো দেখতে লাগে খানিকটা। তবে ঝিন্টি কথাবার্তা যা বলার তার মেজদির সঙ্গেই বলে। পুলকের মুখের দিকেও তাকায় না।

বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েক ক-টা দিন পুলককে আসতেই হল। এবং বাণীর সঙ্গে আর বাণীর বরের সঙ্গে দেখা হওয়াটা আটকানো গেল না। বাণী আড়ষ্ট হেসে ভালো আছেন পুলকদা বলে পাশ কাটাল। বাণীর একটা মেয়ে হয়েছে। তাকে নাওয়াতে খাওয়াতে ব্যস্ত বাণী। কাজ করতে দেখা গেল ঝিন্টিকে। বিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ির দায়িত্ব ওই এগারো ক্লাসে পড়া মেয়ে কী করে সমালচ্ছে কে জানে। পরের বছর হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। শোনা যাচ্ছে ছিয়াত্তর সালেই নাকি লাস্ট হায়ার সেকেন্ডারি একজামিনেশন হবে। তারপর উঠে যাবে। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণি নাকি চালু হবে তারপরে। আগেকার ম্যাট্রিক পরীক্ষার মতো দশ ক্লাসেই স্কুল ফাইনাল হবে। তার নাম হবে মাধ্যমিক। ছিয়াত্তর সাল আসতে এখনও বছরখানেক দেরি। আগামী বছর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা মাথায় নিয়ে বিয়েবাড়ি সামলাচ্ছে ঝিন্টি। পুলককেও থেকে থেকেই পার্স বার করতে হচ্ছে। ঝিন্টি এসে দাঁড়াচ্ছে পুলকের সামনে। পুলকের কাঁধের পিছনে তাকিয়ে থাকছে। পুলক বলছে, কী ব্যাপার বলো। মেজদি বলল চারশো টাকা দরকার। ও আচ্ছা। পুলক পার্স খুলে টাকা বার করছে। আবার পরে ঝিন্টি এল, দাঁড়াল, পুলকের মুখের দিকে তাকাচ্ছে না। বাড়ির প্যান্ডেলের দিকে তাকাচ্ছে। পুলক বলছে, হ্যাঁ বল কী হয়েছে। একইভাবে প্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে ঝিন্টি বলছে, তিনশো টাকা দিতে বলল মেজদি।

আরও একবার ঝিন্টি এল। পুলকের মুখের দিকে না তাকিয়ে, হালুইকরদের দিকে তাকিয়ে বলল, পিঁড়ি ধরতে ডাকছে মেজদি। সাতপাক ঘোরানো হবে।

আন্তরিক। আন্তরিক। সিতু বাণীর চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক। পুলক ভাবে। সাতপাক ঘোরানোর মধ্যে একবার পুলকের দিকে পুরোনো দৃষ্টি হেনেছিল সিতু। তারপর সাতপাক ধুরে ঘর করতে চলেও গিয়েছে বরের সঙ্গে। বিয়ের পরদিন খুব কেঁদেছিল। পুলকের কাঁধে ভর দিয়েও কাঁদল খানিকক্ষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চলে গেল বাণী। বিয়ের পরদিন আর সিতুদের ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না পুলকের। কিন্তু মুশকিল হল যখন বেরিয়ে আসছে হঠাৎ হালুইকরদের একজন পিছন পিছন দৌড়ে এসে বলল, বাবু, আপনাকে ডাকতিছেন।

কে ডাকছে? বসে পিছনে ঘুরে পুলক দ্যাখে ঝিন্টি। দারুণ সেজেছিল সেদিন ঝিন্টি। লম্বা একটা তলোয়ারের মতো লাগছে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে মুখে ক্লান্তির ছায়া। হ্যাঁ বলো, কী বলবে। ঝিন্টি আবার অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, মেজদি কাল সকালে আপনাকে আসতে বলেছে। পুলক ভাবল, আমি তো সিতুকে বলেই এলাম। পুলক চুপ করে আছে দেখে ঝিন্টি আবার বলল, মেজদি বলেছে, মেজদি দুপুরে যখন রওনা দেবে তখন যেন পুলকদা থাকে। বলেই উল্টো মুখে ঘুরে বিয়েবাড়ির ভিতর ফিরে যেতে লাগল ঝিন্টি।

AMARBOI.COM

টাকা-৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

এখন পুলক আবার ফাঁকা। বাণী নেই, সিতু নেই। ওদের বাড়ি যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে স্বাভাবিকভাবে। বাণী-সিতু নেই বটে, কিন্তু তার চোট আছে। যে চোট বাইরে দেখা যায়, সেটা হল টাকার চোট। বাণীর সময় সামলে দেওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সিতুর চাহিদা ছিল অনেকটাই বেশি। বাণীর বেলায় পুলক দিত। আর সিতুর বেলায় সিতু নিজে নিয়ে নিত। হিসেব ধরানো যেত না। আর বিয়ের সময়টা যা ঘটল তাতে আর কিনারা রইল না পুলকের। দু-বার সুদে টাকা ধার করতে হল। চেনা মহাজন। পুলকদের তো বাবা-জ্যাঠার আমলের ব্যবসা। সেই মহাজনের সুদের ব্যবসাও অনেক দিনের। গদাধর সাহার কাছ থেকেই নিতে হল। গদাধরবাবুর কাছে অবশ্য যায়নি পুলক। গদাধর সাহার ছেলে বিনু স্কুলে এক ক্লাস নীচে পড়ত। একসঙ্গে ফুটবল-ক্রিকেট খেলেছে ছোটোবেলায়, এখন বিনু বাজারে সোনারুপোর দোকান দিয়েছে। মিতালি জুয়েলার্স। বিনুর বড়দি অল্প বয়সে মারা যায়। বড়দির নামে দোকান ছিল। বিনু সেই দোকানে সকাল থেকে বসে। বাবার ব্যবসাও দ্যাখে। বিনুর কাছে খেপে খেপে দু-বার টাকা ধার নিয়েছে। গয়না টয়না কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁধা রাখতে হয়নি। কারণ, মাধব-মুকুন্দ স্টোর্সের একটা মস্ত গুডউইল আছে। তবে পুলক দু-বার টাকা নেওয়ার সময়ই লিখে দিয়ে এসেছে। নিজের তিন সেট সোনার বোতাম। দু-জোড়া আংটি গলার সোনার চেন এসব রাখতে চেয়েছিল। বিনু জিভ কাটে। কী বলছ পুলকদা। এ কখনও হয়। পুলক শুধু বলেছিল, কথাটা কাউকে জানাস না বিনু। কাকাবাবুকে তো নয়ই। বিনু বলেছিল, তুমি পাগল হয়েছ পুলকদা। এ কথা বাবাকে বলতে যাব আমি ভাবলে কী করে! বিনু তখন টাকা না দিলে সিতুর বিয়ের সময় মুশকিলে পড়ে যেত পুলক। চাওয়ার তো কমতি নেই। পঁচিশ হাজার তো দিয়েইছে। আরও কত দিতে হয়েছে তার হিসাব রাখেনি পুলক। হিসেব রাখতে গেলে তার হতাশা বেড়ে যেত আরও। এমনকী যেদিন সিতু শ্বশুরবাড়ি রওনা হল, বিয়ের পরের দিনটাও যেতে হয়েছিল পুলককে। বিয়ের দিন রাতে বেরিয়ে আসার সময় বোনকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল সিতু। আর যাওয়ার আগে এক এক করে সকলের কাছে গিয়ে যখন কাঁদছে তখন পুলকের কাঁধ ধরে খানিক কেঁদে নিয়েছিল। কিন্তু দুপুরের পর, ট্রেনে বাড়ি ফেরবার সময় পুলক বুঝেছিল, না-হোক কতটা খরচা আজকেও হয়ে গেল।

বাবার সঙ্গে প্রায় কথা নেই বলা যায়। একদিন বিকেলে দোকানে যাবে বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরোচ্ছে পুলক, বাবাকে ওপরে আসতে দেখল। রাস্তাটা একটু ছেড়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। উঠতে উঠতে বাবার গতি থমকে গেল পুলকের সামনে। পুলক শুনল বাবার চাপা গলা—গদাধরের ছেলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকাটা অমার কাছ থেকে নিয়ে পুরোটা মিটিয়ে দাও। তবে আর সুদ গুনতে হবে না। এসো, চেক লিখে দেব। মাগি-মাগি করে তো ব্যবসাটা লাটে তুলতে বসেছ।

পুলক নেমে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। বিনু কথাটা গোপন রাখেনি। সুদ যদিও সে নিয়মিত দিচ্ছে। আসলও পুজোর পর অর্ধেকটা দিয়ে দেবে বলেছিল বিনুকে। কী আর করা যাবে! পুলক রিকশা ধরল। পুলকদের বাড়ির একটু দূরেই স্টেশন। এখান থেকে দেখা যয়। পুলক দেখে, একটা লোকাল বেরিয়ে যাচ্ছে। এই ট্রেনটা সিতুদের স্টেশনের ওপর দিয়েই যাবে। এই ট্রেনে এখন আর যাবে না পুলক। গেলেও জেলা শহরে যাবে। অন্তত সিতুদের স্টেশনে আর নামবে না। হ্যাঁ অনেক হয়েছে। বাপীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর পুলকের ফাঁকা লাগত। আর সিতুর বেলায় ফাঁকা লাগে না। দাউ দাউ করে জ্বলে ভেতরটা। পুলক এক-একবার ভাবে, লোকে যে প্রেম বলে একটা জিনিসের কথা বলে, সিনেমায় থাকে প্রেম, গল্পের বইতে থাকে প্রেম— সে জিনিসটা কী? এই যে পুলকের ভিতরে যেটা হচ্ছে সিতুর কথা ভেবে, সেটাই কি প্রেম। মানে নারীপুরুষের ভালোবাসা? সেইটাই কি? দোকানে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, যেন দোকানে বসে নেই, খরিদ্দার আর কর্মচারীদের চ্যাচামেচি নেই—সব ফাঁকা। সিতু এসে দু-আঙুলে নাকটা চেপে ধরেছে। সিতুর বুকটা পুলকের থুতনিতে চাপ দিচ্ছে তখন। অথবা সিতু বিছনায় উঠে আধশোয়া হয়ে আছে কিন্তু কিছুতেই ম্যাক্সিটা খুলতে দিচ্ছে না পুলককে। আর পুলক যখন জোর করে খুলে দিচ্ছে তখন চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধ করে ফেলছে সিতু। আর পর মুহূর্তেই চোখ খুলে সোজা তাকাচ্ছে পুলকের মুখে। সেইসব তাকানো মনে পড়ে পুলকের। যখন তখন মনে পড়ে। ছেলেটা সেভেনে উঠেছে। স্কুলের মার্কশিট সই করাতে এসেছে। পুলক প্রায় না দেখেই সই করছে। সই করতে গিয়ে কলম হাতে থমকে আছে। মার্কশিটের মধ্যে থেকে সিতুর তাকানো ফুটে উঠেছে এখন। সিতু একবার তার স্কুল আর কলেজের সব মার্কশিট জেরক্স করাতে দিয়েছিল পুলককে। তখন দেখিয়েছিল আঙুল দিয়ে দিয়ে, কত ভালো ভালো নম্বর পেয়েছে। বাণীও ভালো নম্বরই পেত। তবে সিতুর মুখে বার বারই শুনেছে পুলক, ওদের পরের বোন ঝিন্টি নাকি ওদের দুজনকেই ছাড়িয়ে গিয়েছে। ক্লাসে ফার্স্ট হয় প্রতিবার। পুলক এক একবার ভেবেছে। এই সিতুর কলেজের ফি, ঝিন্টি-শিন্টির স্কুলের মাইনে তো পুলকই দিয়ে আসছে। ভালো রেজাল্ট করলে পুলককে একবার জানাতে তো পারত। জানায়নি। অন্যসময়ে কথা প্রসঙ্গে বলেছে, আমাদের বোন কত ভালো রেজাল্ট করে। ছেলে বলল, সইটা করে দাও বাবা। চমক ভেঙে সই করে দিল পুলক। যে-কোনো সময়, যখন তখন সিতুর বিভিন্ন ভঙ্গি পুলক দেখতে পায়। আর ভাবে এইসব ভঙ্গিগুলো এখন শুধু দেখতে পায় সিতুর বর। সিতুর বরও বাণীর বরের মতোই বেঁটেখাটো। সিতু মোটেই লম্বা নয় বলে সিতুর সঙ্গে মাননসই। ব্যাংকে কাজ করে। সুপাত্র বলতে যা বোঝাই তাই হল সিতুর বর। যে এখন সিতুর ওই সমস্ত ভঙ্গি, সবরকমের তাকানো, বিশেষ বিশেষ সময়ের সবরকম চোখ দেখতে পায়। যা পুলক দেখতে পায় না। যা পুলক আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোদিন দেখতে পাবে না। ভিতরটা জ্বলেপুড়ে খাক হতে শুরু করে পুলকের। ট্রেনের লাইনের ধার ধরে রিকশা করে যাওয়ার সময় মুখ চাপা ইলেকট্রিক ট্রেনের সামনে বিষ্ণুনগর সিটি কিংবা কান্তিপুর লেখা আছে দেখলেই ভিতরটা জ্বালা করতে শুরু করে। পুলক বুঝতে পারে না, কোন চোট বেশি গভীর। টাকার চোট? মনের চোট? এখন, সর্বসময় যে উনুনটা পুলকের মধ্যে জ্বলছে আর জ্বলতে জ্বলতে পুলকের ভিতরটা কাঠকয়লা করে দিচ্ছে, সেই জ্বলন্ত উনুনটা কোথায় ফেলবে পুলক?

পুলক একদিন বিনুকে গিয়ে সব টাকা মিটিয়ে দিল। বিনু অবাক। তুমি তো এবার পুজোর পর অর্ধেকটা দেবে বলেছিলে পুলকদা! এখনই সবটা দিয়ে দিচ্ছ?

কেন? নিবি না?

হ্যাঁ হ্যাঁ নেব নেব। বিনু বেশ বুঝতে পারে, পুলক জানতে পেরেছে, বিনু কথাটা গোপন রাখেনি। অবশ্য তাতে বিনুর কিছু আসে-যায় না। বিনুর দোকানে এখন চা আনা হয়েছে। নাও, পুলকদা, চা ধরো। একটা কাচের গেলাস এগিয়ে দেয় বিনু। পুলক চা-টা নেওয়ার দু-মিনিটের মধ্যে বুঝে যায়, নিয়ে ভুল করেছে। কেন-না চা খাবার সময়টুকুতে বিনু কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেছে। কী করবে বলো পুলকদা। মানুষ তো জীবনে নানা ভুল করে। এসব তো আছেই।

পুলক চুপচাপ চায়ে চুমুক দেয় বেশ ভালো গরম আছে চা-টা। শেষ হতে সময় লাগবে।

বিনু বলে, নিজের বউয়ের কাছে যা শান্তি পাওয়া যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলকদা সে কী আর বাইরের কারও কাছে পাওয়া যায়। থাকে না, বুঝলে, বাইরের জিনিস থাকে না। অর্ধেক গেলাসটা নামিয়ে রেখে পুলক বলে, আমার কাগজগুলো বার করো। আমার সই করা কাগজগুলো। সব শোধ হয়ে গেলে লিখে দে।

বিনু বলে, সেগুলো তো বাড়িতে রাখা আছে পুলকদা। দোকানে তো নেই। পুলক ঠান্ডা গলায় বলে, আমি কবে পাব? বিনু থতমত খায়, সকালেই। সকালেই এসো। সকালে।

আমার দোকান থাকে, জানিসই তো। বিনু বলে, আমি নিয়ে চলে যাব। পুলকদা। আমি নিয়ে যাব। এটুকু তো রাস্তা। চিন্তা কোরো না।

পুলক বলে, ঠিক আছে। উঠুনাঃ। বিনুর সঙ্গে সমস্যাটা মিটে যায়। কিন্তু পুলকের নিজের ভিতরকার সমস্যাটা মেটে না। পুলক ভাবে, আচ্ছা আমার যে বারবার মনে পড়ছে সিতুর কথা। সিতুর কি আমার কথা মনে পড়ছে? ভাবতে ভাবতেই পুলকের মনে হয়, আচ্ছা এটাই কি ভালোবাসা? এই যে আমার মনে পড়ছে, সিতু অমার কথা আর ভাবে কি না, এই ভাবনাটাই কি প্রেম! পুলক নিজে একদিন বুঝতে পারে, বাণীর ক্ষেত্রে যা হত সেটাই আরও বেশি করে হচ্ছে সিতুর ক্ষেত্রে। সিতুর শরীরটাই মনে পড়ছে। আর কিছু না। আর কিচ্ছু না। বাণী কি কোনোদিন যত্ন করে কিছু খেতে দিয়েছিল পুলককে। মনে পড়ে না! সিতু কি কোনোদিন বসিয়ে খাইয়েছিল? কপালের ঘাম মুছে দিয়েছিল? সিতু আদর করেছিল অনেক, অনেক। কিন্তু আর কিছু? নাঃ। মনে পড়ে না। কোনো যত্নের কথা মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে না। বাণীর সময়েও নয়। সিতুর সময়ও না। অবশ্য একজন আছে, যে রোজ যত্ন করে পুলককে বসিয়ে খাওয়ায় তিনবেলা। জামাকাপড় গুছিয়ে দেয়। জেলা শহরে জর্জ কোর্টে যেতে হলে বেরোবার আগে কাগজপত্র গোছ করা ফাইল সামনে এনে রাখে। সঙ্গে জল দিয়ে দেয়। সে হল বউ। বউ এত যত্ন করে, কিন্তু বউ সম্পর্কে শরীর কখনও জাগে ন। কী করবে পুলক। না জাগলে কী করবে!

শরীরের জ্বালাপোড়ায় অস্থির হয়ে একদিন পুলক ঘুমোতে পারছে না। বউ টুকটাক কাজ গুছোচ্ছে তখনও। পুলক ভাবল, বউ আসুক। একবার চেষ্টা করে দেখা। অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে সিতুর কথা ভাবলে হয়তো পেরে যাব। কেন-না, বাণীর বিয়ের পর, কয়েক বছর আগে, এভাবে একবার পেরে উঠেছিল পুলক। পুলক বুঝতে পারল, আলো নিভে গেছে ঘরের। বউ মশারি তুলে ঢুকছে। বউ খাটে শুতে আসবার আগে দুটো পা একত্র করে পায়ের পাতা দুটো ঘষে ধুলো ঝেড়ে নেয়। অষ্টপ্রহর বাড়িতে চটি পরে ঘুরলেও এই অভ্যেসটা বউয়ের আছে। পুলক মনে মনে সিতুর বিভিন্ন ভঙ্গি চিন্তা করছে, সেই চিন্তায় বাধা পড়ছে বউ মশারি তুলে ঢুকলে, দু-পায়ের পাতা একত্র করে ধুলো ঝাড়ল। চিন্তা সূত্র কেটে যাচ্ছে। সিতুর ছবি ভাবছে পুলক। পুলকের কানে এলো বউয়ের দুর্গাস্তোত্র জপ করছে। শোয়ার আগে করে। একদিকে সিতুর ছবি। সিতু ম্যাক্সি খোলা অবস্থায় খাটে শুয়ে। অন্যদিকে দুর্গাস্তোত্র। দাঁতে দাঁত চেপে পুলক সহ্য করছে। সিতুকে চাগিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখছে। সিতু ভাসছে, ডুবছে, ভাসছে পুলকের বন্ধ চোখে।

বউ শুয়েছে অবশেষে। বুঝতে পেরে পাশে ঘুরল পুলক। বউয়ের বাহুতে হাত রেখে কাছে টানতে গেল। বাহুতে হাত রাখা মাত্র পুলক যেন ছ্যাঁকা খেল। বউয়ের বাহুতে একটা মোটা তাবিজ বাঁধা। সিতুর ছবি এলোমেলো হয়ে গেল। কেন হল, পুলক বুঝল না। কিন্তু পুলকের জেদ চেপে গেছে আজ। পুলক বউকে ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল। বিয়ের পর প্রথম প্রথম যেমন নিত। পুলক টান দিতেই বউ বিনা বাধায় ঘুরে গেল। পুলক সক্রিয় হতে লাগল। বউ বলল, হঠাৎ? কী ব্যাপার? পুলক এখন কথা বলতে চায় না। তার মনে সিতুকে সে প্রাণপণে জাগিয়ে তুলছে। কথা বললেই এটা কেটে যাবে। কথা শুনলেও যাবে। পুলক আরও সক্রিয় হয়ে উঠল। পাশ ফিরে শুয়ে পুলক পোশাক খুলতে লাগল বউয়ের। পুলকের দু-চোখ বন্ধ। পুলকের বউ কোনোদিনই কোনো বাধা দেয়নি। আজও দিচ্ছে না। পুলক মনে মনে বলে চলেছে, সিতু। আহ। সিতু-উ। সিতু। পুলকের হাতে নারী শরীর স্পর্শ লাগছে আর সিতুকে স্পর্শের অনুভূতি ফিরে আসছে পুলকের মধ্যে। পুলক পাশ ফিরে শুয়ে তার হাতকে বিশ্বাস করছে, তার হাতকে সচল করছে, আর সিতু ফিরে আসছে।

হঠাৎ পুলক শুনল, বউ বলছে, মাস্টারমশাইয়ের মেজো মেয়ের তো বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। পরের বোনটা এখনও বড়ো হয়নি? বড়ো হতে কত দেরি?

পুলকের হাত ওইখানে স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর মড়ার হাতের মতো পড়ে রইল বউয়ের গায়ের ওপর। ওই অবস্থায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে থাকতেই পুলক টের পেল বউ ঘুমিয়ে পড়েছে। অল্প অল্প নাক ডাকছে বউয়ের।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আট

বছরখানেক কেটে গেছে। পুলক একদিন দোকানে বসে আছে। যদিও বেলা প্রায় বারোটা বাজে। কিন্তু সেদিন রবিবার বলে খরিদ্দারের ভিড় একটু বেশি। তা ছাড়া আজ ওবেলা বন্ধ। বেশিরভাগটাই চেনা খরিদ্দার। তারা জানে, রবিবার মাধব-মুকুন্দ স্টোর্স অর্ধদিবস বন্ধ। তাই অফিস ছুটি বলে তারা ভিড় জমায় এইদিনেই। তা ছাড়া এটা মাসের প্রথম রবিবারও বটে।

হঠাৎ পুলক দেখল, দোকানের দরজা দিয়ে দীর্ঘাঙ্গী একটি যুবতি ঢুকছে। চমকে উঠল পুলক। একেবারে যেন বাণী। বাণী এরকমই একটা রবিবার এসেছিল। এই বেলা বারোটা নাগাদ। যুবতি এদিক ওদিক তাকিয়েই পুলককে খুঁজে নিয়ে সোজা পুলকের দিকে এগিয়ে এল। চুল রুক্ষ হয়ে লালচে। মুখটা একটু শুকনো। সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্রই চিনতে পারল পুলক। আর মেয়েটিও তৎক্ষণাৎ বলল। আমি ঝিন্টি। পুলক ব্যস্ত হয়ে উঠল। হ্যাঁ হ্যাঁ। জানি তো। অ্যাই, একটা টুল দে এদিকে। বসো বসো।

ঝিন্টি বসল না। একটা খামে ভরা কার্ড এগিয়ে ধরল। পুলক হাতে নিয়ে দেখল, খামের ওপর 'গঙ্গা' কথাটা ছাপানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝিন্টি বলল, মা চলে গেলেন। পরশু দিন কাজ। বড়দি-মেজদি বলল আপনাকে শ্রাদ্ধের একটা চিঠি দিয়ে আসতে। পুলক বলল, চলে গেলেন? সে কী? কী করে? বসো। তুমি বসো।

ঝিন্টি বসল না। বলল, আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে।

হুঁ। বলো।

আপনি মায়ের কাজের দিন উপস্থিত থাকুন আমি চাই না। শিন্টিও চায় না। দিদিরা অনেক করে বলল। তাই এলাম। আচ্ছা চলি।

ঝিন্টি দু-তিন পা এগিয়ে গেছে, পুলকের সংবিৎ ফিরল। ডাকল পুলক, ঝিন্টি শোনো।

ঘুরে এল ঝিন্টি। পুলক হাসল ঝিন্টির দিকে তাকিয়ে। চিঠিটা পোস্টেও পাঠাতে পারতে। নিজে এলে কেন? বড়দি-মেজদি আর কিছু বলেনি? মুখে হাসিটা ধরে রাখল পুলক। তারপর যোগ করল, বলেছিল নিশ্চয়ই? বলো? বলেনি? বড়দি মেজদি? হুঁ?

ঝিন্টি দোকানের বাইরে তাকিয়ে। ভুরু কুঁচকে গেছে। বলল, কিন্তু আমরা চাই না। আমি আর শিন্টি চাই না।

পুলক তখনও হাসছে। বলল, কিন্তু দিদিদের গিয়ে কী জবাব দেবে ঝিন্টি। বলবে তো, পুলকদা দেয়নি? এটা কিন্তু বোলো না। কেমন?

ঝিন্টি বলল, আমি যাচ্ছি।

পুলক আবার বলল, হাসিমুখেই বলল, যাবে। নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু দিদিদের সত্যি কথাটা বলার মতো কলজে যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার থাকে ঝিন্টি। বোলো, তুমিই নাওনি।

ঝিন্টি বলল, আমার পরের ট্রেনেই ফিরতে হবে। আমি যাচ্ছি।

যাবে। কিন্তু পুলকদা দেয়নি বোলো না। দিদিরা তোমাদের খরচ চায় তো এখন। তাই বলতে অসুবিধে হবে। তবু বোলো, আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি। তুমি আমাকে একটা রিকোয়েস্ট করলে। আমি তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করলাম। শোধবোধ।

ঝিন্টি বলল, যাচ্ছি। পুলক উঠে দাঁড়িয়েছে। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছে ঝিন্টিকে। দোকানের কর্মচারীরা অবাক। পুলককে এমন হাসিমুখে কখনও দেখেনি এরা। ঝিন্টি ভুরু কুঁচকে বলল, আপনি আসছেন কেন আমার সঙ্গে?

পুলক বলল, শুধু এটুকু বলতে, যে তুমি নিতে চাওনি এটা বোলো। পুলকদা দেয়নি এটা বোলো না। মনে রেখো, এই পুলকদার টাকাতেই ক্লাস ইলেভেন পর্যন্ত পড়েছ। তাই না? যার টাকায় ছোটোবেলায় পড়াশোনা করতে পেরেছ, তার এই কথাটুকু রেখো, হ্যাঁ? ঝিন্টি?

পুলক দ্যাখে, ঝিন্টি পুলকের দোকান থেকে বেরিয়ে একটু এগোতেই, একটা লোক এগিয়ে এসে ঝিন্টির সঙ্গ নিল। দুটো দোকানের পরে দাঁড়িয়েছিল লোকটি। একটা লোককে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে পুলকের দোকানে ঢুকেছিল ঝিন্টি? পুলক কৌতূহলবশে একটু ভালো করে দেখে লোকটিকে। কেমন যেন চেনা-চেনা লাগে পুলকের। ওরা উলটে দিকে ঘুরে পুলকের দোকানের সামনে দিয়ে চলে যেতে থাকে। আশ্চর্য। ওদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো স্টেশন নয়। ওদিকে যাচ্ছে কেন ওরা? ঝিন্টি বুঝতে পারছে, পুলক দাঁড়িয়ে—কিন্তু গ্রাহ্য করছে না। একইরকম বেপরোয়াভাব লোকটির হাঁটা-চলার মধ্যে। লোকটি কি পুলককে চেনে? ঝিন্টির মুখ যে একটু আগে পুলকের শেষ কথাগুলো শুনে সাদা হয়ে গেছিল সেটা পুলক দেখেছে। লোকটি ঝিন্টির চেয়ে বেশ অনেকটা বড়োই বয়সে। কিন্তু এরকম চেনা লাগছে কেন লোকটাকে?

রাস্তাটা বেঁকে যাচ্ছে। বাঁকের মুখে একটা দোকান। মিতালি জুয়েলার্স। বিনুর দোকান। হঠাৎ লোকটি ঘুরে পুলকের দিকে তাকায়। তারপর মিতালি জুয়েলার্সে ঢুকে যায় ওরা।

পুলক তৎক্ষণাৎ চিনতে পারে সেই লোকটিকে। নাম জানে না। বাণী-সিতুদের প্রতিবেশী সেই লোকটি। বাণীর কাছে যখন যেত পুলক, একে দেখেছে স্টেশনে। পরে দেখেছে জজ কোর্টে। সিতুর কাছে যখন ফি রবিবার যেত, তখনও দু-তিনদিন দেখেছে রাস্তায়। একে যুবক অবস্থাতেই দেখেছে। তবে এখন আর তেমন যুবক নেই সে। কিন্তু চোখে, পুলকের প্রতি সেই একইরকম ঘৃণা। প্রতিটি সাক্ষাতেই যে ঘৃণাকে দেখেছে পুলক। ঝিন্টির সঙ্গে ওর হাঁটার ধরন দেখে দুজনের সম্পর্ক বোঝা যায়।

কিন্তু বিনু তো বাইরে সুদের কারবার করে না! পুলককে ধার দিয়েছিল পুলকরা এ অঞ্চলের অনেকদিনের পুরোনো ব্যবসাদার বলে। খাতিরে দিয়েছিল। এদের কেন দেবে?

দেবে না! পুলক জানে। গহনা কিনতেই ঢুকল। মায়ের অশৌচ এখনও শেষ হয়নি। এখনই গয়না? ঝিন্টি এগিয়েই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। তার দিদিদের চেয়ে এগিয়েই। ভেবে, হাসল পুলক।

মাথা নীচু করে পুলক ঢুকে পড়ল নিজের দোকানে, হাসিমুখেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয় গোস্বামীর জন্ম ১০ নভেম্বর ১৯৫৪, কলকাতায়। শৈশব, কৈশোর কেটেছে রানাঘাটে। এখন কলকাতাবাসী। শিক্ষা একাদশ শ্রেনি পর্যন্ত, রানাঘাটেই। 'দেশ' পত্রিকাতে চাকরি করেছেন ১৬ বছর। এখন 'সংবাদ প্রতিদিন'-এ কর্মরত। 'আনন্দ' পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার। ১৯৯০-এ 'ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা?' কাব্যগ্রন্থের জন্য, ১৯৯৮-এ 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' কাব্যোপন্যাসের জন্য। ১৯৯৭-এ পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, 'বজ্রবিদ্যুৎ-ভর্তি খাতা' কাব্যগ্রন্থের জন্য। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯৭) 'পাতার পোশাক' এবং সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (২০০০) 'পাগলী, তোমার সঙ্গে' কাব্যগ্রন্থের জন্য। আমেরিকার আইওয়া আন্তর্জাতিক লেখক শিবিরে আমন্ত্রিত হয়েছেন ২০০১ সালে। ২০০৯ সালে গিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ও সিডনিতে। ২০১০ সালের মে মাসে বেইজিং ও সাংহাইতে আয়োজিত 'অলমোস্ট আইল্যান্ড ডায়লগ'-এ যোগ দিয়েছেন চিন দেশের কবি-লেখকদের সঙ্গে। সারাজীবনের সাহিত্য কৃতির জন্য ২০১১ সালে পেয়েছেন ভারতীয় ভাষা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত 'রচনাসমগ্র' পুরস্কার এবং একই বছর পেয়েছেন IIPM -এর দেওয়া 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~